

উপাসনা-সঙ্কীର୍ତ ।

(পরিবର୍তিত ও পরিবৰ্দ্ধিত)

(২য় সংস্করণ ।)

নিত্যধামগত সাধক পণ্ডিতপ্রবর
দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন বিরচিত ।

ভক্তি-সম্পাদক

শ্রীদানেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ভক্তিনিধি

সম্পাদিত ।

ঝোড়হাট “ভক্তি-নিকেতন”

শোঃ আব্দুলগোড়ী, হাওড়া, হইতে

ভক্ত-গুণী কর্তৃক প্রকাশিত ।

হাওড়া, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া প্রিন্টিং ওয়াকস্ হইতে

শ্রীশ্রবোধ চন্দ্র কুণ্ডু দ্বারা মুদ্রিত ।

১৩২৩ সাল মাঘীপূর্ণিমা ।

সর্বসত্ত্ব সুরক্ষিত ।]

[মূল্য ১০ ছয় আনা ।

❀ উৎসর্গপত্র । ❀

এই গ্রন্থ-রচয়িতা নিত্যধামগত মহাত্মা
দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন মহাশয়কে

ধাঁহারা

আন্তরিক ভালবাসিতেন

এবং

এই সকল সঙ্গীত শ্রবণে ধাঁহারা

যথার্থই আনন্দলাভ করিতেন এবং এখনও

ধাঁহারা

ভূমিতে ভালবাসেন এবং

আনন্দ পান,

সেই সকল “ভক্ত-বৃন্দের” কর কমনে

দীন সম্পাদক কর্তৃক

এই

“উপাসনা-সঙ্গীত”

উপহার প্রদত্ত হইল ।

ভূমিকা ।

—:—

যে কোন পুস্তক ছাপিলেই তাহার ভূমিকা লিখিত হয়, এটা যেন সৰ্ব্ববাদিসম্মত প্রথা। তবে এটা ভূমিকা লেখার রকম ফের আছে; কেহবা বড় বড় মনীষীলেখকেরদ্বারা বিস্তার করিয়া, আবার কেহবা দু'চার লাইন গদ্য বা পদ্য ভূমিকা লেখা শেষ করেন। কিন্তু অনেক স্থলেই দেখা যায় যে, গ্রন্থকর্তা গ্রন্থ মধ্যে যে বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন ভূমিকা লিখিয়া তাহারই বিষয় পাঠকগণকে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। সে হিসাবে ধরিতে গেলে এ গ্রন্থের ভূমিকা লেখা আমার ন্যায় “কমবক্তা” দ্বারা হয়না। ১ম কারণ, আমি লেখক, কবি বা বক্তা এতিনের একটিও নর, তবে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন আমি কে, তাহার উত্তরে এইমাত্র বলিতে পারি যে, আমি একজন নগণ্য মুটে মজুর মাত্র। পাঁচ জনে যে সকল রত্ন সাজাইয়া রাখেন আমি তাহারই দু'একটা “না বলে চেয়ে নিয়ে” নিজের বাজ্রায় সাজাইয়া মধ্যে মধ্যে এই ভবের হাটে ফিরি করিয়া বেড়াই মাত্র। ২য় কারণ যে গ্রন্থের ভূমিকা লিখিতে এতগুলি গোপনীয় কথা বলিয়া ফেলিলাম সে গ্রন্থের ভূমিকা আমি কেন আমি অপেক্ষা অনেক বড় বড় লেখকও লিখিতে ভয় পান। কেননা এ গ্রন্থখানি ভাবুকের সুগভীর ভাব-সমৃদ্ধ হইতে স্বাভাবিক উথিত অমূল্য মাণিক। যদিও এখানি

একখানি সংগীত পুস্তক, যদিও অনেকের নিকট ইহার আদর না হইতে পারে, ওখাপি আমি বেশ স্পর্ধা সহকারে বলিতে পারি যে, ৭৮ বৎসর পূর্বে একদিন এমন গিরাছে বখন এই পুস্তকের এক একটা সংগীত প্রবণ করিয়া বহু নরনারী কানিয়া আকুল হইয়াছে। বিশেষতঃ যে মহাত্মা দ্বারা এই সংগীত রচিত তিনি প্রকৃতই ভাবুক, প্রেমিক ও স্বভাব-কবি ছিলেন। ধর্ম-সভার বক্তৃতা বা শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তি-গ্রন্থ সকল পাঠ করিতে করিতে বখন এই উপাসনা সঙ্গীতের এক একটা গীত গাহিতেন তখন কত শত পাবান সদৃশ হৃদয় দ্রব হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়দ্বা নাই।

একেতো যুর ব্রহ্ম, আবার সেইসূত্রে যদি ভগবদ্ভাবের ক্ষুধা বিবরক মঙ্গীত ভগবদ্ভাবুক দ্বারা গীত হয়, তাহাতে যে মানুষ মুগ্ধ হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি ? কত পণ্ড পক্ষী পর্যন্ত অভিভূত হয়। তবে রচনাগুলি কেবল কবিত্ব শক্তির পরিচায়ক না হইয়া ভাবুকের গুণ হৃদয়-ভাণ্ডার হইতে ভাব-প্রেম বিজড়িত হইয়া প্রকাশ হওয়া প্রয়োজন।

আমরা আজ যে সঙ্গীত পুস্তক লইয়া পাঠ্যগণের নিকট উপস্থিত হইয়াছি ইহাও একজন পরমভক্ত-সাধক-কবি বিরচিত। আজকাল অনেক 'ভাবুক' কবি লেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা কাগজ কলম লইয়া অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অস্তিত্বান লেখিয়া পদবোজনা করিয়া থাকেন, কিন্তু আমাদের আলোচ্য গ্রন্থের রচয়িতা সাধক দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন মহোদয় সে

ভাবের কবি ছিলেন না। ইনি সভায় বক্তৃতা বা পাঠ করিতে করিতে একেবারে তন্দ্রা হইয়া নিজেই গান ধরিয়া দিতেন পরন্তু সে গান পূর্বের রচিত থাকিত না, সঙ্গে সঙ্গেই রচিত ও গীত হইত। সেইজন্য সকল সভা সমিতিতে উপযুক্ত সংগ্রাহক না থাকায় অনেক গান এখনও আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। যেখানে ভক্তগণ ভাড়াভাড়ি সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারিয়াছেন সেই খানেই এই অমূল্যরত্ন রক্ষিত হইয়াছে, আর যেখানে সংগ্রাহকের অভাব হইয়াছে সেইখানেই সে ভাব-সমুদ্রোথিত রত্ন আবার সেই ভাব-সমুদ্রেই লীন হইয়াছে।

একবার বখন প্রায় ১৫ বৎসর পূর্বে এট উপাসনা-সঙ্গীতের ১ম সংস্করণ ভবানীপুর হইতে ভক্তগণ প্রকাশ করেন, তখন ইহাতে মাত্র ৩৭টি সংগীত ছিল। কিন্তু আমরা বহু পরিশ্রমে বর্তমান ২য় সংস্করণে ৭৪টি সংগীত সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। বলিতে পারি না আবার কোন ভক্ত কোথায় কি ভাবে কত গান সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। যদি পাঠকগণের উৎসাহ পাই এবং অন্য সঙ্গীত আমাদিগের হস্ত-গত হয় তবে পুনর্মুদ্রণ সময় সেগুলি পাঠকগণকে উপহার দেওয়া বাইবে। এ গ্রন্থের রচয়িতা মহাত্মা কীনবন্ধু বেদান্ত-রত্ন মহোদয়ের জীবনী শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশ হইবে। পাঠকগণ তাহাতে অনেক অলৌকিক ঘটনা সম্বলিত নূতন নূতন তত্ত্ব জানিতে পারিবেন। আমরা কেবল মাত্র তাঁহার

যৎসামান্য পরিচয় গ্রন্থের শেষভাগে দিলাম। এই ছু'চারটা গুপ্ত কথা প্রকাশ করিয়া পুস্তকের কলের বুদ্ধির জন্যই আমার এ ভূমিকা লেখার বিড়ম্বনা।

উপসংহারে বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে, হাওড়ানোটের সুবিখ্যাত উকীল পরম-প্রেমিক ভক্ত-প্রবর শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই পুস্তকের একশত কাপি এককালীন ক্রয় করিয়া এবং তাহার মূল্য অগ্রিম দিয়া আমার যথেষ্ট কার্যের সাহায্য করিয়াছেন। আমি তজ্জগৎ তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। এক্ষণে যদি এই গ্রন্থের সঙ্গীতাদি আলোচনা দ্বারা কাশীরও বিন্দুমাত্র উপকার হয় তবেই বুকিব আমার পরিশ্রম ও অর্থব্যয় মার্থক। অনমিত বিস্তরেন।

কোড়চাট "ভক্তি-নিকেতন"
শো: আব্দুলমোদী, হাওড়া।
১৩২৩ সাল, মাদৌপূর্ণিমা।

বিনীত,
বৈষ্ণব-দামানুদাস
শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

উপাসনা-সঙ্গীত ।

মঙ্গলাচরণম্ ।

বাহ্যাকল্পতরুং সমস্তমুখদং তাতৈবকলভ্যং সত্যং
 বেদে বেদবিদাং গুণৈকনিগয়ং লীলাময়ং মাধবম্ ।
 গোবিন্দং গুণজমকস্মিন্দিবহো সস্তারয়ন্তং জগৎ
 রাধাশ্ৰেয়-নিধিং প্রাযামি শরণং ভাবপ্রদং শ্রীহরিশ্চ ॥
 অনর্পিতচরীং চিত্রাং করুণয়াবতীর্ণ কলৌ
 সমর্পয়িতুমুত্তমোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিপ্রিয়ং ।
 হরিঃ পুরটম্ভদরহ্যতিকদম্ব-সাদৌপিতঃ
 সদা হৃদয়কন্দরে ক্ষুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥
 বাহ্যাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিদ্ধভ্য এবচ ।
 গতিভানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমোনমঃ ॥

(১)

ওহে হেরম্ব পদাঙ্গুজে দাঁও হে আশ্রয় ।

জানি তোমার ক্ষরণে বিষ দূরে যায় ॥

(ওহে) বিদ্ব-বিনাশকারী, করি-মন্তকহারী,
মিনতি করি ;—

(দীন) বিপদে প'ড়ে যেন তোমায় পায় ॥

ওহে দয়াময় বিপদ সময়,

(দীনে) সাধন হীন ব'লে হ'ওনা নিদয়,

ওহে গণেশ বিঘ্নপতি, করে দেবগণিও নতি
বিপদ নাশিতে ;—

(আমি) সেই বলে ডাকি যেথো রাঙা পায় ॥

দেহ পাপে মগন,

না হয় সাধন তজন,

ক'রব সাধনা সাধমনে নিষাদ সাধে তবনে

রিপু ছরজনে ;—

(বল) সে দিনে কি হবে দীনেন্ন উপায় ॥

(২)

প্রাণ গৌরাঙ ! এসে হরি ব'লে বাহ তুলে প্রেমতে মাতাও হে ।

এবার সাক্ষোপাস সঙ্গে তোমায় দেখিবারে চাই হে ॥

কলি-জীবে উদ্ধারিতে এঙ্গে গৌর অবনিতে হে
 আমি অধম পাতকি আমার পানে চাও হে ॥
 (যদি) ন'দেছেড়ে আস্তেনার হৃদয়মাবো ন'দে কর হে ।
 (আমার) হৃদয়-ন'দে হ'য়ে উদয় দরশন দাও হে ॥
 একা যদি আস্তে নার ভাই নিতাইকে সঙ্গে কর হে
 প্রিয় গদাধরে ল'য়ে বামে দরশন দাও হে ॥

(৩)

এম্ হে কৃপাকরি শ্রীগৌরহরি ।
 (আমি) মনের সাধে হেরবো তোমায় বাসনা মনে করি ॥
 ওহে দয়াল গৌরান্ধ, নিয়ে সব সাক্ষোপাঙ্গ,
 প্রেম-ভরসে রজে ভজে কর প্রসঙ্গ ;—
 (এসে) নৃত্যকর নিতাই সনে বদনে ব'লে হরি ॥
 দীপের বাসনা মনে, সব ভক্তগণ সনে,
 সঙ্কীর্ণনে তোমা ধনে হেরবো নয়নে ;—
 (দেখ) ক'রনা নিরাশ সে আশায় সনয় হও দয়া করি ॥

(৪)

নদেরচাঁদ ওহে শ্রীগৌরান্ধ উদয় হও হে হৃদয়-নদীয়ায় ।
 ন'দে তোমার চরণ পানে চায় ॥ (তুচ্ছ হবার লাগি)

দেখে তোমার শ্রীগৌরবরণ,
 আমার হৃদয়-ন'দে বাসীগণ,
 হবে ভাব সাগরে মগন,—
 (তাদের) যাবে কুজাব ভাবেতে তোমার,—
 (নাচ) নিয়ে নিত্যানন্দ রায় ॥ (হরি হরি ব'লে)
 দাঁও গৌরহরি শ্রীচরণ আশায়,
 পেলে তোমার চরণ দয়াময়,
 দীনের তাপিত পরাণ জুড়ায়,—
 শুদ্ধ হবে কারা যাবে মায়া হে,—
 (দীন) তাই লাগি ডাকে তোমার ॥ (ওহে শ্রীগৌরানন্দ)
 (৫)
 দেখে এসে ওহে নগরবাসী কি আনন্দ ন'দে ভবনে ।
 গৌর, হরিবলে বদনে ॥ (নিজে হ'য়ে হরি)
 উঠিলরে হরিনামের রোল,
 ভাবে আচণ্ডালে দিয়ে কোল,
 বলে নিমাই বলরে হরিষোল,
 নামে আগনি মেতে জগৎ মাতাল,—
 এমন হবে না রে ভুবনে ॥ (জীব তরাইতে)

নিতাই সনে নাচে বিশ্বস্তর,
 শ্রীবাস অদ্বৈতানি গদাধর,
 ভাবে বিভোর করিছে নগর,
 একবার বে দেখেছে সেইত ভুলেছে,—
 গৌর-ভাব লেগেছে তার প্রাণে ॥ (ভবের ভাব ছেড়ে)
 (গৌর) হরি নামে জাগল ভুবন,
 তবু আছে তবে হেন জন,
 না শোনে নাম অধম তারণ,
 দীন ! এমন সুদিন পাবি নারে আর,—
 গৌরহরি বল বদনে ॥ (ভাবে বিভোর হ'য়ে)

(৬)

নিদয় হ'য়ে দীনে দীনবদ্ধ দীনদয়াময় নাম ধোয়া'ও না ।
 আমি তোমা বৈ আর জানি না ॥ (ওহে দীনবদ্ধ)
 ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই জানি না, জানি তুমিধর্ম্ম তুমিকর্ম্ম তুমিই সাধনা;—
 আমার ভজন পূজন হে দীনশরণ;—
 তোমার অভয় চরণ, দেখ দিতে বঞ্চিত ক'রো না ॥
 ওহে বিষ্ণুরূপ বিষয় বিষ স্বরূপ,
 ভাতে কেবল অভাব, নাই কোম ভাব, স্ভাব্যে বিরূপ;—
 আশা তোমার ভাবে রবো এ ভবে,—
 নে আশায় নিরাশ ক'রো না ॥ (ওহে দয়াল হরি)

ওহে দানবারি কালিয়-দমন,
 (সেই) কালভূজলের মুখে গরল তাও রাখলে না ;
 আমার মুখে গরল অন্তরে গরল হে,—
 দেহ গরল মাখা, তবে কেন চরণ পাব না ॥ (কালিয়ের মৃত)

(৭)

এবার রাখ পদে বিগলধারণ !

(আমার) সাধন ভজন স্বহায়ে সম্পদ সকল তোমার ঐচরণ ॥

ওহে অনাধরণ আমি চাইনা অস্ত্র ধন

(কেবল) তোমা ধনে ধনী হ'য়ে জুড়াই জীবন;—

আমার এই বাসনা যেন সদা থাকি তোমাতে মগন ॥

ওহে অগতির গতি করি পদে মিনতি

(যেন) বিগদে সম্পদে মতি রয় তোমার প্রতি;—

(যেন) কুকার্য সাধিতে মতি যায়না হে মধুস্থদন ॥

প'ড়ে অকুল পাথারে ডাকি তোমায় কাতরে

তোমা বিনে এ ছদ্মিনে বল কে তারে;—

দিয়ে চরণতরি কৃণাকরি তরাও হে দীনশরণ ॥

(৮)

বড় পিপাসা অন্তরে হ'য়েছে এবারে

দেখিবারে তোমার হৃদয়রতন ।

(কবে) মিটিবে বাসনা বলিবে রসনা

দয়াল হরি আমার ব্যাপ্ত ত্রিভুবন ॥

(যেন) তোমার ভাব ছাড়া হয় না হৃদয়,

(যেন) ভাবে লদা মত্ত থাকি দরাময়,

তোমার কৃপাধিন্দু পেলে দীনবন্ধু

(আমি) আনন্দ সাগরে হই হে মগন ॥

(কবে) আনন্দ সাগরের বারি করি পান

মিটিবে পিপাসা জুড়াবে পরাণ

(যাবে) ত্রিতাপ জ্বালা দূরে র'বে না অন্তরে

(দীনের) পাপ তাপ আদি বিষয় তাপন ॥

(৯)

হ'য়ে ভ্রান্ত প্রাণকান্ত তোমার লীলা খেলা বুঝিতে নারি ।

(তুমি) যখন যেভাবে রাখিছ আমারে সেভাবে কেমনে হেরি ॥

(আমার) যখন যে আশ হয় শ্রীনিবাস

তুমি জান নাথ সেই বাসনা;—

(ভাই) দিতেছ সত্তত না আছ বিরত

তথ্যপি কাদিয়ে মরি ॥

(তুমি) হৃদয় মাঝারে আছ নিরন্তর
 অন্তরেতে কেন ঘুরে মরি ;—
 (ওহে) হৃদয়বল্লভ দাও সেই তার
 (যেন) ভাবেতে ভাবিতে পারি ॥
 (ঘাই) যখন যেখানে সাধ হয় মনে
 তোমা ধনে যেন না পাশরি ;—
 (তাই) পত্র পুষ্পকলে এই ধরাতলে
 জাগিছ জগত ভরি ॥
 (হরি) যে পেয়েছে আঁখি ওহে কমলাখি
 নিরখিছে সদা তোমায় প্রাণে,—
 (নাথ) রেখো নাকো বাকি দিতে সে প্রেম-আঁখি
 আশা প্রেম ভরে হেরি ॥
 (আশা) প্রেমেতে নাচিব প্রেমেতে গাহিব
 শুনিব শুনাব তোমায় কথা,—
 (নাথ) গাঁথিব হৃদয়ে যতন করিয়ে
 প্রেম-গাথী হার করি ॥
 (নাথ) যেন তোমা বিনে ভবনে বিজনে
 (আর) ধন জনে না রয় মতি,—
 (ওহে) হরি দীনবন্ধু তব প্রেম-সিদ্ধ-
 নীরে যেন ডুবে মরি ॥

(১০)

(আমার) ভালবাসায় মাতায়ে দাও ওহে হরি প্রেমময় ।
তোমার ভালবাসা সাগরে ডুবিয়া শীতল করিব এ হৃদয় ॥
আসিব না খেলিব না যদি না দাও দেখা ;—
(ওহে) প্রাণসখা দিয়ে দেখা স্নেহে রাখ আমার এই ধরায় ॥
দিবানিশি কত খেলা খেল্ছ আমার সনে ;—
(আবার) দেখিতে দেখিতে লুকাও চকিতে ॥

ভাবিতে ভাবিতে হুখ হয় ॥

কত কথা কত ব্যথা বলব মনে করি ;—
কিন্তু না দেখে নয়নে বিরহ দহনে দিবানিশি দহে এ হৃদয় ॥
এ জীবনে পাব না কি তব দর্শন ;—
(তুমি) থাকিয়ে আড়ালে ডাক আর আয় ব'লে
আসিয়ে দেখা না দাও আমার ॥
হৃদি মাঝে যে বদ্বন্দ্বী কি জানাব আমি ;—
তুমি অন্তর্ধ্যামী হৃদয়ের স্বামী জানিতেছ হরি সমুদয় ॥

(১১)

রাধা গোবিন্দ নামে হওরে মন পাগ্‌লা ।
নামে আনন্দ পাবি রে, নামে দূরে যাবে জালা ॥
কৃষ্ণ নাম বড়ই মধুর রে, নাম ভব পারের ভেলা ॥
রাধা নাম বড়ই মধুর রে, নাম অপ না হু'বেলা ॥

নামবিনে আর গতি নাই রে, তোরে যেতে হ'বে একলা ।
 শুধু নামে শ্রেম পাবি না রে, নামে না হইলে পাগ্‌লা ॥

(১২)

ভালবেসে মেটে না সাধ আরও ভালবাসা চাই ।
 আমার দাও ভালবাসা পূর্ণ হউক আপা
 একেবারে তাবে মেতে যাই ॥

চোকে চোকে বুকে মুখে রয়েছ সতত ;—
 (তুমি) আজ ব'লে আছি বাঁচাও তাই বাঁচি
 না থাকিলে অমনি মরে যাই ॥

তুমি আমার আমি তোমার হে ণাণবলভ ;—
 তুমি চলাও তাই চলি বলাও তাই বলি
 তোমায় ভাবিলে সকলি ভুলে যাই ॥

একেবারে তোমার হ'য়ে আপনা ভুলিব ;—
 তাবে যে দিকে চাহিব সে দিকে দেখিব
 লদা যেন তোমার দেখা পাই ॥

(১৩)

ওহে রাধারমণ হস্ত যেন মন ভাবিতে তোমারে ।
 আমার অন্তরের বেদনা কি আর জানাব তোমারে ॥
 তুমি যা বলাবে, আমি তাই বলিব,—
 দীনে হাঁসাও কাঁদাও নাচাও মাতাও সাজাও তোমার ক'রে ॥

(আমার) সাধন ভজন, ওহে রাধারমণ ;—

হয় যেন ঐ অভয় চরণ পাই যেন তোমারে ॥

দীনে অভয় দাতা হে, ওহে অভয় দাতা ;—

নাথ তুমি গুরু তুমি ত্রাতা অন্তরে অন্তরে ॥

দীনের ইন্দ্রিয়গণ, ওহে দীনশরণ ;—

(যেন) থাকে তোমার ভাষে মগন লাগ যেন তোমারে ॥

(১০)

হরি) কি বলিব তোমায় যাহা ইচ্ছা হয়

কর করে করে বাঁধিয়ে এবার ।

ভাবিয়ে বিদেশী কল্পে বেয়া ঘেবী

বেশী ক'রে তুমি করিও গ্রহার ॥

তুমি হে অপার কৃপা পারাবার,

আমি ভক্তি হীন অতি হুরাচার,

দামি পাপ-সিদ্ধ ওহে দীনবন্ধু

(অ'শা) দয়াসিদ্ধ-দনে মিশিব এবার ॥

(কিছু) বলিবারতো নাই ভেবেও না পাই

অরুধ্যামী তুমি জানিছ সদাই,

দিবানিশি বসি ভাবিয়ে তোমায়,

তোমার ভাষে বুচে যায় যেন আমার ॥

তোমার আমার ভাবে আকারের বিকার,
 আকারে মিশায়ে কর তদাকার,
 তাতে তোমার ভাব ওকার মিশায়ে,
 বিশ্বরূপ রূপ করছে তোমার ॥
 সেই তুমি এই এ তিন আকারে,
 তত্ত্বমসি বাক্য বলে শাস্ত্র-কাণ্ডে,
 কি ক'রে কি হয় ওহে দয়াময়,
 (আমি) তত্ত্বমসি বুঝি সকলি তোমায় ॥

(১৫)

হরি, দয়াকর অধম দীনে ।
 ওহে দীনদয়াময় পতিতপাবন চাওহে কৃপা-নয়নে ॥
 আমি অতি দীনহীন, সাধন তজন বিহীন
 বিষয় মদে মত্ত হ'য়ে আছি রাত্রি দিন ;—
 তুমি দীনদয়াময় তাই দয়াময় ডাকি তরাও এ দীনে ॥
 আমার ইন্দ্রিয় সকল, হ'ল বড়ই প্রবল
 তারা মানেনা বিবেক বুদ্ধির বন্ধন কোশল ;—
 বল কেমনে ডাকিব তোমায় অলস পাপ প্রাণে ॥
 আমি অতি অভাজন তুমি অধম তারণ
 তাই নিজগুণে কর দয়া হে দীনশরণ ;—
 দীনের নাই কোনও সম্বল হরি তোমার ঐ চরণ বিনে ॥

(১৬)

তুমি আহ প্রতি বরে বরে, এ বিশ্ব-মাকারে,
কোথা বাস আর করিতে সন্ধান ।

আমি কণাস পোড়া, তাই তোমার ভাব ছাড়া,
দেখেও দেখি না তুমি বর্তমান ॥

লুকো চুরি খেলা ভাল যে না বাসি,
তাই সদা তোমায় দেখতে অভিলାষী,

(হ'রে) ভাবতে বিভোর, এ যারার ঘোর,
কটাব' এবার ক'রেছি অনুমান ॥

(তুমি) পিণ্যমার জল তুমিই মঙ্গল,
ধর্মাবশ্ম সব তুমিই মঙ্গল,

আমি নাই কোন বল, আমি যে হুর্কল,
(বল) তোমারে কেমনে করিব সন্ধান ॥

(তুমি) থাক প্রাণের ভাবে সদা বর্তমান,

(তাই) সাদক তোমার ভাবে হারায় মান জ্ঞান,

আমি যে অজ্ঞান, (নাই) কোন কাণ্ডজ্ঞান,
তাই জ্ঞানময় কর জ্ঞানদান ॥

মায়া যবনিকা ঢাকিছে আমারে,
 তাই তোমা হারা মরি হাছা ক'রে,
 তোলা যবনিকা দেখ'ব তোমার খেলা
 (আর) তোমাতে আমাতে ক'রোনা হুথান ॥

(১৭)

কি ব'লে বল ডাকি তোমায় ওহে হরি জীবনের জীবন।
 আমার মন হ'তেছে উচাটন ॥ (তোমায় পাবার লাগি)
 তুমি পিতা হ'য়ে করিছ পালন,
 আমার মাতা হ'য়ে গর্ভে ধ'রে করিছ পোষণ,
 (আবার) পতি পত্নী সেজে ভবে মজায়ে—
 স্ত্রী সূত হ'য়ে নিলে জনম ॥ (মায়া বাড়াইতে)
 যদি তোমা ছাড়া কিছুই নাই তবে,
 তবে নিশি দিন কেন তবে ভাবাও কুভাবে,
 ভবের ভাব দিয়ে ভাব কেড়ে নি'ছ হে—
 (তাই) ক্লান্তহ'ল এজীবন ॥ (ভাব ছাড়া হ'য়ে)
 তুমি রাখ যখন বিষয়ে ভুলায়ে,
 (তখন) বিষয়-মদে মত্ত থাকি তোমায় ভুলিয়ে,
 (আবার) যখন দাও ভাব ওহে ভাবময়—
 তখন কিছুতে লাগেনা মন ॥ (নাথ তোমাধিনে)

কেড়ে লও নাথ (আমার) যত আছে পাপ,

(আমি) তোমার পদে প্রাণ সঁপিয়ে নাশিব সন্তাপ,

তোমায় প্রাণ দিয়ে প্রাণ জুড়াইব হে—

আমি ভুলে যাব ধনজন ॥ প্রাণ তোমায় দিয়ে)

হরি তুমি আমার জ্ঞানদধরু,

(তাই) বাসনা পুড়াও হে তবে ত'য়ে কলতরু,

তোমায় দেব্ আশা বটে বটে হে—

আর হব তোমাতে মগন ॥ (সর্ব বটে হেরে)

(১৮)

ওহে জগদীশ

আমি যে বিদেশী

ধন্যধন্য আমি (কিছু) হয় না সাধন ।

তোমার আদেশে

সংসার বিদেশে

তোমারি সংসার করিহে পূরণ ॥

(নাথ) তুমি বিরূপ অরূপ চিত্ররূপ,

বিশ্ব তোমার রূপ না হয় বিরূপ,

প্রভাতে উঠিয়ে

চৈতন্য পাইয়ে

চ'লেছি এবার করিতে ভ্রমণ ॥

(দে'খ) দে'খ দয়াময় তোমা'রি আশ্রয়,
 করিয়ে সংসার (যেন) সংসার না হয়,
 তুমি জ্বীকেশ, হৃদয়ের ঈশ,
 (কর) সাবধান যেন না হই পা'পেতে মগন ॥
 (যেন) অদ্যকার দিনে যা পাই যেখানে
 তাই মনপ্রাণে (আমি) করিছে গ্রহণ,
 অহংভাবে ম'ছে, দ্বিপদ পলক সেজে,
 (যেন) প্রতি কাজে তোমা'য় না চটে বিষ্ময়ণ ॥
 (যেন) স্পর্দ্ধাভিরক্তার কলিগত পাপ,
 রোগ শোক দুঃখ (শত) দৈন্য অনুতাপ,
 হয়না যেন তবে হতাশ সন্তাপ
 (ওহে) ত্রিতাপহারী হরি ক'রো নিরীক্ষণ ॥
 আমার নয় সংসার সকলি তোমা'র,
 আমিও তোমা'র তুমিও আমার,
 ওহে সারাংসার, সংসারের লাবণ্য,
 (যেন) সংসারে এবার পাই দর্শন ॥
 এ অধম "দীনে" আজিকার দিনে,
 ওহে দীননাথ দিও হৃদয় দীনে,
 যেন তোমা'বিরে আর কিছু ভাবিনে
 (যেন) তোমা'রি আদেশ করিছে পালন ॥

(۲۵)

কেমন ক'রে দীনবন্ধু যনের সাথে ভাবি তোমায়।

ଚିତ୍ତ ବିଷୟ ଅନୁବେଦେ ରତ —

বিষয় বিষে জ্ঞানে যন প্রাপ, কি হবে এ দীনের উপায় ।

দেখিয়ে আপন ভাব, রিপূর্ণ হৈ মানব.

বা ছিল যোবর সব গুটিল, শূন্য করি এ দীনের ছন্দর ॥

যা ছিল যোবর সব লুটিল কুল মান সব গেল

ত্রিগুণে মূখ বাঁধিল ডাক্তরে আর পারিল না ভোয়াস ॥

ফেলে এ বিপদ কালে কেমনে বা আত্মরক্ষা

বিপদবারুণ নামটি তোমার মনে নাই কি দীনদহাময় ॥

ককর্ম-সাধার বনে

হত্যাশে যায় হে প্রাণ বীনমাখ দাও হে অস্তর ।

(२०)

(ହରି) ତୁମି ନୀନବନ୍ଧୁ ତୁମି ନନ୍ଦାମିତ୍ର

ଭବମିତ୍ର ଯାହା ତୁମିହି ବହାସ ॥

ডোয়ার দয়্যাবিনে এ তিন ভুবনে

ভবনে বিজনে নাই অন্য বহাঙ্গ ।

(হরি) যে বলে তোমার নিষ্ঠুর নির্দিষ্ট,
সে কি জানে তোমার মহিমা নিচর,
প্রতিজন যাতে বাঁচে বিশ্বময়

জীবগণ যাতে বিপাক হারায় ॥

তোমার দয়্যাবে প্রতি পল্ল পলে,
জীবন পালন হয় ভুমণ্ডলে,
বিনে তব দয়া স্বাধীন ভবমায়া

যে ভাবে বিভোর আছে জীবচর ॥

দূর কর আমার এই মোহমায়া,
দাও দীনে দয়াল অভয়পদ দ্বায়া,
তব হৃদয় আমার এই পাপ কায়া

তোমারি দয়ায় ওহে কল্মষ ॥

(বদি) পাই হে তোমাতে দেখি এণ ভ'য়ে,
অন্তরে বাহিরে আকারে প্রকারে,
(তবে) বলব উচ্চৈঃস্বরে জীবের দ্বারে দ্বারে

দয়াল হরি দয়াল হরি দয়াময় ॥

(২১)

হরিবল হরিবল হরিবল ডাইরে ।

কেন মিছে জ্বলে আহ কিছুই কিছু নয়রে ॥ (কেউ কারও নয়রে)

সকলি অনিত্য ধন, মৃত গৃহ পরিজন ।
 হরি কেবল নিত্যধন সর্ব-জীব-ময়রে ॥
 হরি ধ্যানে হরি জানে, হরি মনে হরি প্রাণে ।
 হরিবল অশুক্রণে আর গতি নাইরে ॥
 হরি পিতা হরি পতি, হরি বন্ধু হরি গতি ।
 হরি শুরু হরি মতি হরিই আশ্রয়রে ॥
 পতিত পাবন হরি, অগতির গতি হরি ।
 দীনজন বন্ধু হরি হরি বল ভাই রে ॥
 হরি ভীরাধা গোবিন্দ; তাব পাইবে আনন্দ ।
 হরি নামে প্রেমানন্দ (হবে) হৃদয় বুদ্ধাবনরে ॥

(২২)

এবার ভবে মজা লব ।
 মজা লুটিব আর লুটাইব ॥
 হরিনামে নেচে গেয়ে নাম রসে মাতিয়ে যব ।
 (হ'য়ে) ভাবে বিভোর, ক'রব বিভোর, নামে জগৎ মাড়াইব ॥
 মাতিব আর মাড়াইব নাচিয়ে লবার নাচাব ।
 (মুখে) ব'লে হরি, বলাব হরি, আনন্দ-নীরে ডুবে যব ॥
 হরিনামের উচ্চরবে রবি নৃত্তে দূর করিব ।
 (করি) হরিনাম, শেষের সম্বল ডঙ্কামেরে চলে যাব ॥

(২৩)

কোথা পতিত পাবন দয়াময় ওহে দয়াল হরি ।

আনি অকুল সাগরে হরি তুমি হে কাণ্ডারী ॥

ওহে রাধাকান্ত,

ভ্রান্তে কর শান্ত

যেন অশান্তি তরঙ্গে প'ড়ে যায় না দেহতরি ॥

ওহে চক্রপাণি

দিবস রজনী

ভাবি, কুপধের পথিক ক'রোনা দীনবন্ধু হরি ॥

(২৪)

মনের সাধমিটায় প্রাণের হরি দেখা কি দিবেনা ।

কেন থেকে থেকে যাও হে চলে চঃধ কি বোঝনা ॥

আমার কান্দে প্রাণ,

ওহে প্রাণ ধন,

এসে জুড়াও আলা ওহে কালা লুকায়ে থেকেনা ॥

রুব দিবানিশি,

ওহে কালশশী,

হব ভোমায় আমায় যেশামেশি বিদেশী রবনা ॥

বড় আশা মনে,

হৃদয় বৃন্দাবনে,

(রাধব) লবতনে এ জীবনে ছাড়িয়ে দিবনা ॥

খেল লুকোচুরি,

ওহে দয়ালহরি,

আমি ধরি ধরি মনে করি ধরা কি দিবেনা ॥

(২৫)

আর ভলা'ওনা তবের খেলায় লীলাময় জীবন্তি ।

(আমি) ধন্যধর্ম্য তোমায় দিয়ে হইলাম তোমারি ॥

হ'য়ে তোমায় বিষ্ময়ণ, পেয়েছি বহু বেদন,

সকলি জানত নাথ হ'য়ে লজয় বিচারী ॥

আদের ল'য়ে তোমার ভুলে, য'ঙ্গে ছিলাম আপন ব'লে,

থলে থলে সব বুঝেছি সকল তোমার চাকুরী ॥

তোমাধনে ভুলাইয়ে, ভব ঘোরে ঘুরাইয়ে,

যে দুঃখ দেয় রিপুগণে বলিতে না পারি ॥

(২৬)

কি তাবের খেলা হরি খেল'ত সদা আমার সনে ।

(আমায়) কতু ভাবে কতু অভাবে কতু ভাষাও ধন-জনে ॥

শ্রুত মিত্র ধনে মিলায়ে যতনে, যতন করিছ কতু ভাবি মনে,

মাঝার তাবি মনে, এসব প্রলোভনে, ভুলায়ে ভুলাবে পরম-ধনে ;

চাইনাভুলিতে, চাইনাভুলিতে, চাই হে ভাবেতে রাখ নিশিদিনে ॥

ভুলাইতে যদি চাওহে এদীনে, না ভুলিয়ে দীন থাকিবে কেমনে

তোমারমায়ায় খেলা কেউকি কখন নিজগুণে হরি কাটাতেপারে ;

বহি তব প্রেমে, বাঁধ নিজগুণে, তবে মায়াগুণে কাটাই স্বগুণে ॥

দিওনা দিওনা বিষয় ভাষনা, ক'রোনা ক'রোনা ভাবেতে বঞ্চনা,
করি এ বাসনা, মনের বাসনা, পুড়াইবে আশা প্রাণের হরি ;—
দেখিব খেলিব খেলা না ছাড়িব পাইলেও সেই মুকতি ধনে ॥
পুত্রমিত্রশত্রুকলত্রবাহুবে, হে ভব বাহুব ভাবাও তোমার ভাবে,
সবাতে তোমার রূপ নিরখিয়ে অমূল্য প্রেম পাইব প্রাণে ;—
ধাকেনা ভাবনা আসেনা ভাবনা আসিলে ভাবনা তোমারি মনে ॥

(২৭)

বিত্তর কৃপাবিন্দু, প্রভু অগংবজ্জ, হ'তে এ ভবসিন্দু কর জ্ঞান ।
গঙ্গাধর হর, অজ্ঞান তিমির, জ্ঞানময় কর জ্ঞান দান ॥
সঙ্গণে নিগুণে, ভ্রতি পূজনহীনে, হের কৃপা নয়নে ভগবান ।
বিনে কৃপাতরী, তরিতে কিসে তরি, হস্তর সাগর রূপ অজ্ঞান ॥
উমেশ উমানাথ, করিহে প্রণিপাত, যেন তোমাতে সদা থাকে মন
ওহে দীনশরণ, ত্র্যম্বক ত্রিনয়ন, হও দীনের প্রতি কৃপাবান ॥

(২৯)

দীনশরণ ভাবে রাখ দীন জনে হে ।

কে আর জানিবে মরমবেদনা আর কারেবলি ভোমাবিনে হে ॥
কুসঙ্গে মগন হ'য়ে হে হরি বৃথা কাজে দিন ফুরাল হে ;—
হল'না লাধনা গেলনা বাসনা, বড় ভাবনা হল মরমে হে ॥
সংসারঘোরে মায়ামোহে প'ড়ে দিবানিশি হিয়া জলিছে হে ;—
নিভাইতে জ্বালা ডাকিছে হু'বেলা হরিহরি বলে বদনে হে ॥

(হরি) লও মমভায় ভূ-ভার-হরণ

মনপ্রাণ তোমায় সঁপিছু হে;—

হ'ওনা কাতর কলঙ্ক রচিবে (তোমার) অধমভারণ নামে হে ॥

আমার বা আছে প্রাণে প্রাণরমণ, সকলিত তুমি জানিছ হে;—

হ'লনা পূরণ মনের বাসনা (আমায়) ক'রনা বকনা চরণে হে ॥

ভূমি নাম ধরিয়াছ পাতকি ভারণ ওহে ওহে দীন ভয়াল হে;—

আমাসম পাপী পাবেনা ভুবনে ফিরে চাও কৃপা নয়নে হে ॥

(৩০)

বল আর কতদিন এমনি ক'রে ।

তোমায় দেখিবনা প্রাণত'রে ॥

থাকিয়া থাকিয়া, তোমারে দেখিয়া,

মনের সাধ যেটেনা ।

তাই দাও দরশন, হে মনোমোহন,

বাহিরে হৃদয় মাঝারে ॥

পরের মতন, থাকিব কদিন,

আসিয়া তোমার সংসারে ।

তাই প্রাণনাথ, কর আশ্রম্যৎ,

রাখহে আপন ক'রে ॥

আপনা ভেবেছি, প্রাণ সঁপেছি,
তোমার হ'য়েছি দেখনা।

(আমার) তোমারি মতন, এমন আপন,
নাহিক ত্রিঙ্গত মাঝারে ॥

অঙ্কুর মতন, সারাটি জীবন,
ঘুরে ঘুরে মরি বাহিরে।

ওহে প্রাণ গোবিন্দ, দাও প্রেমানন্দ,
ভুবিব আনন্দ নীরে ॥

সকল ভুলিব, তোমারে ভাবিব,
সেদিন পাইব কবে।

কাহার বারণ. আর জনিবনা,
রাখিব হৃদয় মাঝারে ॥

* হৃৎ দাও প্রভু সাঁহিয়ে আমি,
ভাবি যেন সদা তোমারে।

(আমি) আগি যাই প্রভু তাতে হৃৎ নাই,
পাই যেন নাথ তোমারে ॥

* এই দুইটি কলি স্বর্গীয় বোলাজয়ন্ত মহাশয়ের রচিত লহে,
তথাপি উপরের সহিত মিল আছে বলিয়া দেওয়া গেল। (সঃ)।

(৩১)

তুমি একজন হৃদয়ের ধন দীনবন্ধু দয়াল হরি ।
 আমি মন প্রাণ সব তোমায় দিয়ে হইলাম তোমারি ॥
 এ সংসার অকুল পাথর দেখে তরে মরি ;—
 তুমি বিপদবারণ দীনশরণ অকুল কাণ্ডারী ।
 দাও অস্তর অভয় দাতা, তুমি শুরু তুমি ত্রাতা,
 তুমি বন্ধু তুমিই আশ্রয় ;—
 বিনে তব দয়া নাথ কেমনে বা ওরি ।
 (তুমি) নিজ গুণে দীনজনে দাও চরণ তরী !
 তুমি ধন তুমি জন, তুমি মন তুমি প্রাণ,
 তুমি আমার জীবন সাহায্য ;—
 নিজজন জেনে আমি হ'য়েছি তোমারি ।
 (আমার) ভালবেসে লও কোলে হৃদয়বিহারী ॥
 তুমি ধ্যান তুমি জ্ঞান, তুমি সাধন সজ্ঞান,
 তুমি আমার পরাণের পরাণ ;—
 হৃদি মাঝে নিশিদিন বিহর হে হরি ।
 (আমি) প্রেমানন্দে হ'য়ে মগন তোমারে নেহারি ॥
 ভূলায়ে রেখনা তবে তবে ভাবে তাবাও তবে,
 ভাবনিধি হৃদয় বলভ ;—

হুখে বা দুঃখেতে রাখ যা ইচ্ছা তোমারি।

তুমি আমার আমি তোমার (আর) সকলি তোমারি।

(৩২)

কেমন বহু দিনবহু! এবার আমি হ'তে জানা যাবে।

দিয়ে ভক্তিভাব হে ভববান্ধব (দীনের) ভাবনা মুচাতে হবে ॥

যোর অঙ্ককারে এযোর সংসারে

আর কতদিন ঘুরিতে হবে,

আমি অন্ধ যেমন তেমন ক'রে

আর কত দিন রইব ভবে ॥

ক্রমে ফুরাইল দিন আজিতেছে দিন

যেদিন এ দেহ ছাড়িতে হবে,

না শুনিবে বারণ সে কালশমন

কেশে ধ'রে (আমার) ল'য়ে যে যাবে ॥

জুড়ী চোখ বেঁধে দিয়ে (পায়ের) মায়া বেড়ি দিয়ে

চোরের মতন রেখেছ ভবে,

বল, কারামুক্ত চোরের মতন (পায়ের) আয়ার বেড়ি খুল'বে কবে ॥

আমি যোর অপরাধী ওহে দয়ানিধি

(তোমার) দয়ার বিধি দেখাবে কবে,

আমার দোষ না গণিয়া প্রেমভক্তি দিয়া

বল, কোলে তুলে কবে বা লবে ॥

(৩০)

আর পরের হাতে হরি ক'দিন আপন ধনে

ফেলিয়ে রাখিবে বলনা ॥

আমি নর আমার হ'য়েছি তোমার

তোমার ধনে তুমি লওনা ॥

পরের ধনের ব্যথা পরে নাহি বোঝে,

ইহাও কি তুমি জান না ।

আমি তোমার হইরে (প্রাণনাথ) মরমে মরমে

(আর) পরের ব্যথা জইতে পারিমা ॥

(তাই) কায়-মন-প্রাণে তোমার ঐ চরণে

বিক্রিত হ'য়েছি দেখনা ।

(নাথ) আমি নর আমার হ'য়েছি তোমার

(আমার) তোমার কাছে যেতে বাসনা ॥

ভিখারিও রাখে নিজ ধনজনে

প্রাণান্তেও ভুলে থাকেনা ।

তুমি হ'রে প্রাণেশ্বর আমার ক'রে পর

আর যেন ভুলে থেকনা ॥

বড় লাধমনে নাথ এ জীবনে পরের কথার মন দিবনা ।

তাই বিগদে সম্পদে (প্রাণনাথ) রেখো অতয় পদে

ঐগদে বঞ্চিত ক'রনা ॥

(৩৪)

আর কে জানিবে হরি মরম বেদনা, কারেবা বলিব বলনা ।
 আমি আছি যেই মুখে (তাই) জানাতে তোমাকে
 মুখে আর কথা সরেনা ॥
 আপন কর্মপাকে পড়েছি বিপাকে
 সুখের আর আশা করিনা—
 ওহে পতিতপাবন এ পতিত জন
 তোমা বিনে কিছু জানেনা ॥
 আমার বড় সাধ মনে শয়নে স্বপনে
 তোমা বিনে যেন ভাবিনা—
 এই দীন-জন-আশ ওহে ঐনিবাস
 পুরাইতে বাকী রেখনা ॥
 কোন অপরাধে প্রতি পদে পদে
 বিবাদ বাধে তা জানিনা—
 হোক যতই প্রমাদ ওহে দীননাথ
 (আমার) মন যেন তোমায় ভোলেনা ॥

(৩৫)

তোমাতে মজিয়া বস সুখ পাই, তত সুখ আর কিছুতে না পাই ।
 চাইনা সে সুখ যাতে ভুলে যাই, ধন জন মান ছাই মাটি ছাই,
 তোমারি প্রেমেতে প্রাণমাতাইতে ভাবদাও যাতে তোমারে পাই ॥

উপালনা-সঙ্গীত ।

তোমারি লীলা তোমারি খেলা দেখিবারে যেম-নয়ন ফাট
 দাও সে নয়ন হে দীনশরণ দরশন যেন সদাই পাই ॥
 বাদেয় লাগিয়া তোমায়ে ভুলিয়া জলিয়া শূড়িয়া হ'ইতেছি ছানি
 তোমাছাড়া হ'লে তারাই অমলে এ দেহ পোড়ারে করিলে ছানি ॥
 * দীনের বেদনা দীনবন্ধু বিনা বল কে নাশিবে কাহারে কই
 তুমি অধম তারণ কলুষ নাশন চরণে শরণ ল'য়েছি তাই ॥
 ঘুরিয়া ঘুরিয়া হাসিয়া কানিয়া এ ভব-সাগরে ভাসিয়া যাই
 কতভুতদিন বুখা হ'ল গত যৌরআধারে কুল না পাই ॥
 ভাব লভিবারে ভ্রমি এ সংসারে (স্তম্ভ) নিরাশ হইয়া যাতনা সহ
 দয়াময় তুমি করুণা করিলে হেন ভাব-ধন অনারামে পাই ॥
 (যখন) উৎলিয়া উঠে ভাবেবলহরী আনন্দসাগরে ডুবিয়া যাই
 আকুলপরাণে তব আঁচরণে (আমি) প্রাণমন হরি ল'শেছি তাই ॥
 এস নাথ এস ছন্দর মাঝারে তব অনুভবে প্রাণ জুড়াই
 বিজ্ঞের পরাণে, তব গুণ গানে, তোমার হইয়া আপনা হারাই ॥

* এই হইতে এই গীতটির অবশিষ্টাংশ বেদান্তরত্ন
 মহাশয়ের আঁচরণপ্রাপ্ত কোন ও লেখক দ্বারা রচিত । (সং)

(৩৬)

ওহে কালা ! তোমারলীলা, বল এ সব খেলা বুঝাবে কবে ।
কতমত খেলা খেলিছ হে কালা তোমার খেলা বুঝাবে কবে ;—
(খেলা বুঝিয়ে দাও, ওহে ঐশ্বর্য্য)

বল এমনি ক'রে অজ্ঞকারে আরবা কত জনম বাবে ।
কোথাও কিছু নাই আনিরে হেথায় দিলে হে অশ্রুধরহাট বসায় ;
(হাট মিলিল, তাই বন্ধু সনে,)

কেবা তখন মনে তাবে এ হাট যে স্মরণ তাজিবে ।
দিন দুইপরে এতখ বাকারে দিলে হে দুঃখের দারুণ হানি ;—
(হাট ভেঙ্গে যায়, অশ্রুধর মিলান) (জল বিধের প্রায়)
(আবার) যেমন ছিল তেমন হ'ল কোথা গেল সেই ত সব ।
করি এ মিনতি ওহে বহুপতি তাক্স গড়া আমার ঘুচাবে কবে ;—
(হাট ভেঙ্গনা, যদি তাক্স তবে আর প'ড়োনা)

আমি তাক্স গড়ার দারুণ পীড়া সৈতে নারি আর এ তবে ।

(৩৭)

দিনগত যে দিনে দিনে দেখে কেন দেখনা ।
নিরাপদ নিকেতন সেই হরিপদ ভাবনা ।
হরিনাম তত্ত্ব বুঝা রসনে রসনা সদা,
দেখরে আঁখি কহে রাখি এমন রূপ আর দেখ'বিনা ।—
নাম কর অবণ ওরে অবণ অবণের সাধ আর হবে না ।

কিকর কিকর কর অপ মালা গ্রহণ কর,
চলরে চরণ হরির চরণ বধাহ'বে সাধনা।—
নিরন্তর কুণ্ঠে গিরে পেওনা আর বাওনা।
কারণরূপে শুণ্ড যে জন কার্যরূপে ব্যপ্ত ভুবন,
মঙ্গল বিধানে জীবের সত্ত্ব য়ার বাসনা।—
ভাঁরে ভুলনা ভুলনা জীব এমন দয়াল আর হবেনা।

(৩৮)

হরি দীন-দয়াময় বিপদবারণ দীন-হৃৎ-হারী।
এই অকুল সাগরে আমার নাই অন্য কাণ্ডারী।
বড় ভয় অন্তরে, পড়েছি কাঁপরে,
তুমি দয়াক'রে দাও আমারে অভয় পদতরী।
তহু পাশে ভারি, তাই তরে মরি,
দেখে অকাল বাতাস হ'চ্ছে হতাশ বুকি ডুবে মরি।
আমার সাথে বাদী, রিপু ছয়জন বাদী,
তাহে পদে পদে বিপদ বাঁধে সে ভয় মনে করি।
আর ভাষা'ওনা, এ ভবের কুতাব,
আমি ভেবে ভেবে হ'লাম সারা তোমার পরিহারি।

(৩৯)

তোমারি মতন এমন আপন ভুবন মাঝারে নাই আমার।
প্রাণনাথ, প্রাণনাথ (হরি) তুমি আমার আমিও তোমার।

অন্তরে বাহিরে আছি নিরন্তর,
 তুলিয়া তোমায়ে ক'রেছি অন্তর,
 দেখাদিও, দেখাদিও ; আর থেকোনা অন্তরে প্রেমধার ॥
 ভালবাসাদিয়ে পুরাও মন আশা,
 বুচে যাক মনের বিষয় পিপাসা,
 নাশ হে চরাসা ; (তোমার) ভালবেসে জুড়াক প্রাণ আমার ॥
 দ্বিবানিশি নাথ আছি আশে পাশে,
 প্রাণে প্রাণে আমার কত ভালবেসে,
 ছাড়িয়ে থাক না,—তবু ভালবাসা বুঝি না তোমার ॥
 দিয়েছ শক্তি বলিতে করিতে,
 বাইতে ঘূমাতে উঠিতে জাগিতে,
 বেধিতে স্নানিতে ;—(নাথ) তোমা বিনা বল নাই আমার ॥
 দীনবদ্ধ হরি দীনজন ত্রাতা,
 তোমাধিনা কে আর জানে মনব্যথা
 বা কহাও (আমি) তাই করি ;—তুমি হরি সর্ব-মুলাধার ॥

(৪০)

এমন ক'রে কেন ভালবাস ওহে প্রেমময় । (তুমি)
 (আমি) ভুলেমেলে অমুনি এসে হৃদয়দ্বায়ে হও উদয় ॥

প্রিয়তম তোমা হ'তে
 কেহ নাই এ জগতে
 আমার) আপন হ'তে আপন তুমি ওহে দীনদয়াময় ॥
 দেখাদিতে হও কাতর
 কিন্তু তাব নিরন্তর
 তোমার) এ কি রকম ভালবাসা বুঝিলা হে সুখময় ॥
 (তুমি) আকর্ষণ কর প্রাণে
 কিন্তু দেখা দাও না প্রাণে
 সদা) আড়ালে আড়ালে থাক দেখাদিতে কি পাও ভয় ॥
 সদা যদি না দাও দেখা
 ওহে দীনজন সখা
 তবে) ব্যথা বুকে দিও দেখা যখন প্রাণ মন ব্যাকুল হয় ॥
 (তুমি) আছ অন্তরে বাহিরে
 দেখা যদি না দেও বাহিরে
 তবে) প্রাণে প্রাণে দিও দেখা হ'ওনা কো নিরদয় ॥
 (ওহে) দীনবন্ধু দীনতারণ
 তুমি দীনের সাধন ভজন
 আমার) তোমাধিনে প্রাণরমণ কে আছে আনন্দময় ॥

(৪১)

মজিতে শক্তি দাও তব প্রেমে একেবারে ভাবে মেতে যাই ।
জীবন বলত! (আমার) তোমা-ছাড়া আপন কেহ নাই ॥

তুমি মম প্রাণ হে প্রাণবলত,
সাধন তজন তুমি আমার সব,
জীবনে মরণে ;—যেন প্রাণে প্রাণে তোমায় দেখা পাই ॥

তোমারে দেখিব অন্তরে বাহিরে,
প্রাণ মন দিব সকলি তোমারে,
দেখাদাও দেখাদাও ;—যেন শরনে স্থপনে দেখা পাই ॥
ভালবাস যদি হে দীনশরণ,
নিশিদিন দীনে দিও দরশণ,
তোমারি প্রেমেতে (যেন) আমার আমি নাথ ভুলে যাই ॥

(৪২)

যে খেলা খেলিছ তবে তেবে ভুলতে পারি না ।
(ওহে) ভুতভাবন সে ভাববিনে আর কি ছু ভাবা'ওনা ॥
কেহ নাচে হরিব'লে কেহ আছে বিষয়ে ভুলে,
(আবার) কেহ কামিনী কাকনে, কেহ সে রস চায় না ॥
(আমি) কুঞ্জে কুঁড়ি না হরি, তাই এ মিনতি করি,
(যেন) অন্তরে বাহিরে দেখি, তোমার (যেন) ভুলি না ॥

কি কাজ সাধিবার তরে, পাঠালে তব সংসারে,
বা কিছু কর এবারে, (দীনের) বাকী কিছুই রেখোনা ॥

(১৩)

দীনের আশা কর পূরণ । ওহে দীনদরাময় দীনশরণ ॥

বড় আশা আছে মনে হে দীনশরণ,

দিবানিশি তোমার তাষে রহিব মগন,

(আশা পূর্ণ কর—প্রাণে প্রাণে ভাব দিহে)

বিষয় বাসনা বিষের জালায় জলিতেছি অশুভ ॥

ভাবিতে পারিনা নাথ তব ভালবাসা,

অহনিশি আসে মনে কতই দুরাশা,

(আমি আশা নাই—ভজন সাধন করি এমন)

বুধা ধন জনের ভালবাসায় হ'তেছি পাণে মলিন ॥

জুলায়ে রেখোনা হরি মায়ায় সংসারে,

যুগে যুগে জনমগেল পরকে আশন ক'রে,

(সাধন হ'লনা—দিনে দিনে দিল গত হ'ল)

তুমি আগন শুণে এ নিশুণে আগন ক'রে দাও প্রেমধন ॥

যেমন ক'রে ভালবাসি আমার সংসারে,

তেমন ক'রে কবে ভাল বাসিব তোমারে,

(আশা পূর্ণ হবে—প্রাণে প্রাণে তোমার ভালবেসে)

আমি ভুবে প্রেম-লিঙ্গ-নীরে (নাথ) জুড়াব পরণ মন ॥

(৪৪)

দেখা দাও আমার, ওহে বিপদবারণ মধুসূদন ।

বড় দয়াল বেগে কাতর প্রাণে অতর পদে নিলাম শরণ ॥

কোথাহ'তে আসি কোথাবাই চলি, সারাটীবীচন কত খেলাখেলি

ভব-খেলা-ষোরে ওহে বনমালী, আর কত দিন খেল'তে হবে ;

(পাণের ধূলা কাঁধা মেখে) (নাথার ষোরে হেসে কেঁদে)

প্রাণারাম—হরিনাম—অবিদ্যাম—জপিব

দাও দয়া ক'রে জ্ঞান আঁখিখুলে, প্রাণভ'রে হেরিও রাজাচরণ ॥

বিষয়বাসনা গেলনা গেলনা, সোণাপেয়ে ভুলে আছি কালসোণা

এ কেমন তৃষ্ণা কিছুতে মেটেনা, প্রেমমুখা দিয়ে তৃষ্ণা মিটাও ;

(বিষয় তৃষ্ণা ঘুচাইয়ে)

অসার—সংসার—কেমনে—ভুলিব

প্রেমের উজানে প্রেমেরতুফানে, ভাসাইয়ানোও এ ছদ্ম-কানন ॥

তব দয়া বলে যত দিন বাঁচি, নামপানে যেন প্রেমানন্দে নাচি

(যেন) ভোলেনা রসনা নামের মহিমা

শয়ল এসে যেদিন দাঁড়াবে পাশে ;—

(গণা দিন ফুড়ারে গেলে) (জীবন প্রদীপ নিতেছে দেখে)

ভীষণ—ভারণা—কেমনে—সহিব

(সেদিন) ত্রিভঙ্গিমা ঠামে রাখা লয়ে বামে

দীনহীনে একবার দিও দরশন ॥

(৪৫)

ওহে প্রেমময় দাঁড়া-দাঁড়াও হৃদয় বৃন্দাবনে ।

আমি মমের সাথে রাধা সনে হেরব যুগল প্রেম নয়নে ॥

প্রেমভাষ ফুলে পূজিব যুগলে, বসাইব আশা হৃদয় কমলে
মনের আধার ঘূচিবে বাসনা পূরিবে, অসুপমপ্রেম পাইব প্রাণে ;

(প্রাণে প্রাণে তোমাধনে হেরে)

তাঁই বঁাকা হ'য়ে পদে পদ দিয়ে, বাজাও বাঁশরী শুনিব প্রবণে ॥

দূরে যাবে অভিমান পরবাদি, হৃদয় মাঝারে দেখা দিবে যদি
কামক্লেশাদি পেয়ে প্রেমনিধি প্রেমনীয়ে তারা ডুবিয়ে রবে ;

(বিষয় বাসনা সব পরিতরি)

পাইবে যাতনা রবেনা ভাবনা, অসার ভাবনা ছাড়িবে রিপুগণে ॥

তুমিহে অপার কৃপাপারাবার, ঘুচায়ে আমার করহে তোমার
আমি আমার নয় ওহে প্রেমময় তবপদে প্রাণ দিলাম হে ন'পে ;

(তোমার প্রেমেমেতে রব ব'লে)

নও দীনহীনে তোমার করিয়ে তোমার হইয়ে থাকিব ভুবনে ॥

(৪৬)

প্রাণ গোবিন্দ গোকুলানন্দ নন্দনন্দন হরি ।

(তোমার) প্রেমধমে কর ধনি আমি সে ধনের তিথারী ॥

তুমি হে ভরসা আমার তুমি হে ভব-কাণ্ডারী ॥

(অগ্রহর)

হেপ্রাণবল্লভ, শ্রীরাধামাধব, দাওহে প্রেমভাব, ভবভাবনাহারী।

ভাব-কুহুমলম প্রেম-চন্দন

নন্দনন্দন-পদে দিব দিব তোমারি,

হৃদয় আসনে বসিয়ে হু'জনে

প্রেম-লয়ল-ধারা দিব শ্রীপদে বারি ॥

নৈবেদ্য জীবন আর ইন্দ্রিয়গণ

উপকরণ তাহে দিগে হব তোমারি,

তোমারি লাম গানে জীবন জুড়াষ

ভাবে মাতিয়ে রব দিবস সর্বসরী ॥

মস্তক প্রণামে, রসনা তবগুণ গানে,

নালিকা আভ্রাণে গন্ধ কুহুমোপরি,

চরণ প্রদক্ষিণে, কর পদ সেবনে,

নয়ন নিরীক্ষে যুগল রূপ মাধুরী ॥

(৪৭)

ওহে গোবিন্দ প্রেমানন্দ দাও আমায়।

হ'রে রিপুয় বশ, চাই ধন জন বশ, বশোদা কুমার হে;—

আমার বাসনা কামলা কর হে লয় ॥

মন চঞ্চল, নাহি সাধন বল

বল কেমনে এ মনে ভাবি তোমায়;

কড়ে লও মনের কুবাসনা, আর বিষয় ভাবা'ওনা

ভাবের আধার হে ;—

আবার ভাবে ভাবে ভাবিতে শক্তি দাও আমার ॥

কর ভাবে মগন, ওহে রাখারমণ

(করব) মন প্রাণ তোমার চরণে অর্পণ ;

কবে বলব প্রাণনাথ আমারহরি, আমার মনপ্রাণ সব তোমারি

তুমিও আমার হে ;—

আমার তোমার মতন এমন আপন আর নাই এ ধরায় ॥

(৪৮)

একবার তুই দেখ রেখেবে কি করিতে কি করিলি ।

মায়া-মোহে র'য়ে ভুলে শ্রীহরিকে পাশয়িলি ॥

বিষয়ে হইয়ে মত্ত পরমার্থ না ধরিলি ;—

ভবে এসে রিপুর বসে বিষয়-বিষ পান করিলি ॥

বাল্যকালে খুলা খেলা যৌবনে বিষয়ের মেলা ;—

ছাড় খেলা গেল খেলা (কেন) মিছা খেলায় ভুলে রলি ॥

যা কিছু ছিল সম্মল সব সম্মল খোঁসাইলি ;—

এ ভবের হাটে ক'রে ব্যাপার লাভে মূলে হারাইলি ॥

এখনও দিন থাকিতে কালারে ফাঁকিদিতে ;—

শমন নমন পতিতপাবন বলনা মুখে হরি বুলি ॥

তাই বহু আত্মীয়গণ কেহ হবে নারে আপন ;—

তেবে তাই দেখয়ে “দীন” কার যায় মোহিত হ’লি ॥

(৪৯)

দীনে, দয়া কর ভগবান ।

পতিভপাবন হরি করিও পদে মিনতি

ওহে যত্নপতি (কর) পতিতে ত্রীপদদান ॥

দৈত্য-বিনাশন ওহে নারায়ণ,

করুণা নিদান করুণা প্রদান,

এ ঘোর বহুগা

সহেনা সহেনা

হ’য়েনা দাসে পায়ান ॥

নিয়ত নিখিল কুপথেতে মন,

ভ্রমেও না তাবি অতয় চরণ

তাই বড় ভয়

হয় দমায়

শ্রুতি কর বিধান ॥

(৫০)

ওহে অধমভরণ

এ অধম দীন

পাবে কি কখন চরণ তোমার ।

মায়ামোহে ভুলে

প্রতি পলে পলে

করিতেছি হরি কত অত্যাচার ॥

ওহে কলি-কল্যাণি গোকুলবিহারী,
 অকুল সাগরে তুমি হে কাণ্ডারী,
 ওহে দীনবন্ধু করুণার সিদ্ধ
 কৃপাবিন্দু কবে করিবে বিস্তার ॥

দিনে দিনে দীনের দিন হ'ল গত,
 রোগ শোক হুঃখ দৈন্ত্র শত শত
 সদা দেহ মন পাশ কর্ণে রত
 তাই বড় ভয় হ'তেছে এবার ॥

(তুমি) অগতির গতি পতিত পাবন,
 তুমিই আমার সাধন ভজন,
 ওহে দয়াময় দ্বিগুণ পদাশ্রয়
 এ বিপদ সময় করহে নিস্তার ॥

(৫১)

হরি আমি অতি দীন পাপেতে মলিন কি হবে উপায় বলনা ।
 বল আর কোথা যাব কারে বা ডাকিব কেবা জানে মন বেদনা ॥

বিষয় বাসনা বড়ই প্রবল, কি করি উপায় নাহি সাধন বল
 আমার, যেনে দীনহীন ভজন বিহীন যেন হরি নিদ্র হ'য়োন। ॥

সংসার সাগরে পড়েছি এবার বাঁচিবার আশা করিনা
 যদি দাও চরণতরী নিজে কৃপাকরি তবে বুঝি ডুবে মরিনা ॥

রিপু ছয়জনে লইয়ে এবারে কোথা যাবে তাতো জানিনা
দীন এই ভিক্ষাচার বখা তথা যায় মন যেন তোগায় ভোলেনা ॥

(৫২)

শেষের সে দিন কি করিবি ।
বলরে দীন ! এলে দিন ক'রে হুদিন পাবি ॥

আয়ু সূর্য্য গেলে অস্ত ভাই বন্ধু হবে ব্যস্ত
(তখন) হবে গোলমাল, আসবে যে কাল,
(সেই) কালের হাতে প্রাণ হারাবি ॥

বল হরি বদন ভরি যদি ভব পারে বাঁচি
ভব পারের সম্বল শ্রীহরিনাম, খোয়াইলে আর না পাবি ॥
(ক'রে) ভবের হাটে বিকিকিনি কত কি ধন লাভ করিলি
(ওরে) একবার দীন দেখনা ভেবে পারে যেতে কি পারিবি ॥

(৫৩)

এইবেলা সবাই মিলে প্রাণ খুলে হরিবল ।
হরিবল হরিবল দিন থাকিতে হরিবল ॥
(ভাইরে) নৃত্য কর নামানন্দে-হইরে মগন ।
(মুখে) হরিবল দেহে প্রাণ আছে যতক্ষণ ॥
সবে মিলে প্রাণ খুলে কর হরিনাম ।
হরিনামে পরিণামে হবে পূর্ণকাম ॥

নামযোগে যোগী হ'য়ে আগ দিবা রাত্রি।

অনিগিৰে হেৰুৱা হৱিষ মোহন মূৰতি ।

খুলে যাবে মায়া বেড়ী স্মরণে তাঁহার ।

নব জীবন পাবে তবে হইবে উদ্ধার ।

অস(৬) মানন হয় হ্রি নামেব বনে

অগাধে মাধাই ত'রে গেল হরি হরি ব'লে ॥

(মবে) হরি বন হরি বন হরি বন ভাই ।

ହରି ବିନା କଲିର ଜୀବେର ଅନ୍ତା ମତି ନାହିଁ ।

হরি নামে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ ফলে ।

सकल कर यानत्र जीवन हरि हरि त्र'ने ॥

(দীন) কর্ম কর কর্ম ফলে বা আছে তোমার।

(নামে) ধাবে ক'র্ন হ'বে ধর্ম্য নাম কর সার ॥

(८४)

এই দেহ-ব্রজে বিরাজ কর ওহে ব্রহ্মপতি ।

দেহে রাজ্য বিবেক-নন্দ রাণী জ্ঞান-যশোমতী ॥

আমার হেন্সিয়গণ,

ହେବେ ବ୍ରଜ ବାଧାଲଗଣ

এসে রাখাল রাজা ব'সে রাখ প্রজা যাতে না হয় ক্ষতি ।

ଓହେ ରାଧାସାମୀ

ভক্তি-ସାଧା-ସୁଧର୍ମୀ

एवै अरुति निरुति आदि मधी राधार दुती ।

রাধার কাছে জালা, অটল। কুটিল।

সে সব তোমায় পেয়ে হবে সরল। হবে মুখে মতি ।

ব্রজের কাছে যে সব, তারা তোমাঝিনে শব,

ଏହେ ନରାଜ କେଶବ ବ୍ରଜଧାମେ କରହେ ବସନ୍ତି ।

(cc)

এসে সংসার বিশেষে কি কর ভাবনা।

(দীন) দিনে দিনে দিন ফুরাল কর হরিপদ ভাবনা ।

हरिनाम सुधारसे रसना থাক প্র'মে, বিরস হইও না।—

এ রস পান করিলে যাবে ক্ষুধা ও তোর ত্রিতাপজ্বালা রবেনা।

কি কর কি কর কর অপ মাগ। গ্রহণ কর ডয় ক'বোনা ;—

আবার চলবে চরণ হরির চরণ হ'বে যথা গেলে সাধনা ॥

আবণ কর আবণ হসিনামে হও মগন ভুলে থে'ক না ;—

দীন! দেহ মন বচনে কর সদা হরি পদ সাধনা ॥

(46)

হরিবল মুঢ় মনরে আমার হরিহরি বলরে বদনে ।

বিপদ ভয়েনা নামের গুণে। (হকিহকি বল যেন ভুলনা মন)

ज्ञान नाकि इन्द्रिनादिय इव,

যোগী শ্রীমানবাসী বৃত্তাঙ্ক,

पाषाणी अक्षराना मुक्ति पान :-

নামে অজামিল বৈকুণ্ঠে গেলরে

নামে প্রহ্লাদ বাঁচে জীবনে ॥

ছাড়ি মোহ মায়া অহঙ্কার,

দীন হরিনাম কর সার,

যাতে হবি ভাবার্ণবে পার ;—

ডাক্লে দয়াময়ে হৃদে দয়ারে

দিবে চরণতরী স্বপ্নে ॥ (ভয় রবেনা রবেনা)

(৫৭)

হরিনাম তুলনারে মন, নামে দূরেযাবেয়ে শমন ।

এখন মধুর নাম আর নাই এতবে, তাবে তব অক্ষুণ্ণ ॥

দীন সেই ত্রীকান্তে,

বসে তার একান্তে,

চিন্তাকর চিন্তামণি হরি নবে নিশ্চিন্তে ;—

অন্তে মহাপ্রপঞ্চে থাক্বে যে মন ছোঁবেনা কাল শমন ॥

দীন হৃদয় খুলিয়ে

মনের লাধ মিটায়ে,

হরি হরি বল সদা সদাচার হ'য়ে ।—

যতি রেখ সদা সদানন্দে ভয় নাশিবে নাশায়ণ ॥

(৫৮)

হরি হরি বল

হরিনাম বল

হরিবিনে বল কে করিবে পার ।

এ ঘোর সংসারে মোহ কারাগারে

ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কি হ'বে তোমার ॥

সংসারেরি সার ভাবেরে সংসার

কেহ নহে কার তুমিও না কার

কেবা কোথাকার কার চিন্তা কর

হরি সারাংসার সংসারের সার ॥

দেখিতে বা পাই দেখলে কিছু নাই

ছাই মাটি ছাই কেবা কার তাই

ভাবিয়ে বেড়াই দিবা নিশি তাই

তাব ভবান্যায় ভবকর্ণ ধার ॥

(৫৯)

ওহে বিধ্বংস বিষয় বিষের জালায় জলে মরি ।

এবার ঘুচাও জালা বাতে তোমার খেলা খেলতে পারি ॥

বিষে হ'লাম জড় দয়াল দয়া কর

ভব রোগ লাশিতে অবনিতে হ'লে ধ্বংসরী

ওহে বিষ বৈদ্য রোগ হ'ল অসাধ্য

(নিদানে বায় নাই ঔষধী)

(তুমি) অসাধ্য সাধনকারী স্বয়ং বিবহারী ॥

দীনের আধি ব্যাধি ওহে দয়ানিধি

(নাশ) দিবে চরণ মহৌষধি নিদানানুসারি ॥

(৬০)

(হরি) কি ভাবে এভাবে তবে পাঠালে আবারে ।

আমি নাহে ইচ্ছাময় কি ইচ্ছা তব অন্তরে ॥

বুঝিতে চাহিনা হরি, কিছু এ মিনতি করি

মন যেন হে ভাবে সদা চরণ তোমারি ;—

(আমার) মেন্ত্র যেন নেন্ত্র পথে সদা তোমার নেহারে ॥

(যেন) ভাবি তোমার আদেশে, ভ্রমি সদা দেশে দেশে

কার্য দেখে আজ্ঞা তব প্রবণ যেন শোণে ;—

(আমার) রসনা রস হাসনায় যেন তোমার নাম ক'রে ॥

(আবার) বলব কিহে দীনশরণ, যেম দীনের ইন্দ্ৰিয়গণ

থাকে সদা ভাবে মগন পাইয়ে তোমারে ;—

ধেকোনা অন্তরে হরি থাক সদা অন্তরে ॥

(৬১)

কি হবে হে দীমবন্ধু দেখে ভয়ে বাঁচিনা ।

কার বলে এ ভবসিদ্ধু পার হবে তা জানিনা ॥

পাপ মেঘে করে আবার, ঢাকিল জ্ঞানস্বর্ঘ্য আমার,

(তোতে) দূরদৃষ্ট ষোর বাতাস হতাশে প্রাণ বাঁচে না ॥

পামাদি কুস্তীরগণে, ঘিরেছে বিষয় ভুফানে,

(হরি) তুমি বিনে এহুদ্দিনে কাতুরী আর দেখিনা ॥

বাদেরে ভেবেছি আপন, নয়ন রসনা গ্রহণ,
 (তারা) দেখে বিপদে মগন আর তো সাড়া দেয়না ॥
 প'ড়েছি ষোর বিপদে দ্বাধ হরি অতর পদে
 দেখ দীনে দীনশরণ । তরাতে কৃপণ হ'ওনা ॥

(৬২)

হরি কি গুণ আছে তব নামে ।
 নিলে ঐ নাম, প্রাণে পড়ে টান,
 নাম নিতে নিতে, বাসনা হয় চিতে,
 দেখিতে তোমার নয়নে ॥
 ঐ নামের গুণ একি চমৎকার,
 নাম নিলে হয় প্রেমের সকার
 তখন ভাবি এ সংসার সকলি অসার নামে মোহ ঘুয় তাজে ॥
 কোন দ্রব্য দিয়ে গড়েছ এ নাম
 নাম মিলে স্বর্গ হয় তুচ্ছ জ্ঞান
 ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব নিতে চায় না চিত্ত (হরি) অপদার্থ সব হয় মনে ॥
 হরিনাম কেবল সত্য সত্য সত্য,
 হরি নাম কেবল পরম পদার্থ,
 ঐ পদার্থ বিনে সকলি অমিত্য মাহাত্ম্য তার কে জানে ॥
 নামে কেন হরে মনের বিকার,
 নামে কেন হয় আনন্দ অপার,

হয় অসুমান (বুঝি) করুণা নিদান নামের সঙ্গে মিশে রয়েছে,—

মনে হয় জীব তরাবার তরে,

নাম-রজ্জু ফেলে রেখেছ সংসারে,

সেই রজ্জু যেজন ধ'রেছে সজোড়ে সেইতো তরে জীবনে ॥

সেই রজ্জু হৃদে বাঁধরে বাঁধরে,

ছিড়বেনা সে শত জন্ম জন্মান্তরে,

সে এমনি শক্ত রসি অক্ষয় অবিনাশী ভয় রবেনা পতনে ॥

(৬৩)

ওহে দয়াময় হ'য়ে সদয় চরণ দাঁও হে দীনে ।

আমার কেবা আছে কার কাছে গিয়ে শীতল হব প্রাণে ॥

ভেবেছিহে সার তুমিসারাংসার, তোমা'বিনে গতি নাহিক আমার

কে করিবে হরি ভবান্নবে পার, অকুল পাথার হেরব যবে ;—

(ভবের কূলে একা হ'য়ে) (দ্বারা পুত্র ফেলে সবে)

সেই দিনে— এই দীনে—কৃপা-নয়নে—কে চাবে ।

সেইদিনে জীহরি, দিম্বে চরণতরি পারক'র হরি এতব তুফানে ॥

দয়াময় তুমি ওহে দয়াময়, এক বিন্দু দিলে হবেনাকো ক্ষয়

গাব প্রাণভরি হরি তব জয়, শান্তিময় শান্তি পাইব প্রাণে ;—

(ত্রিতাপ জ্বালা দূরে যাবে) (তব কৃপা-বিন্দু পেলে)

রবেনা—ভাবনা—ভব-যন্ত্রণা—এড়াব

কাতরে মিনতি ওহে যত্নপতি গতি হীনের গতি করহে স্বত্ত্বপে ॥

জীবনের জীবন তুমি প্রাণধন, প্রাণ হ'তে তুমি অতি প্রিয়তম
 ঐ রাজাপায় এ প্রাণ সাঁপিয়ে তোমার হ'য়ে তবে রৈলাম হরি ;
 (আমার যা সব তোমায় দিয়ে) (তোমার ভাবে নিভোর হ'য়ে)

হরিনাম—করি গান—(যে দিন) ভব ধাম—ছাড়িব ।

আসিলে সেদিন ওহে শমনদমন করিও যেদিনে দমন শমনে ॥

(৬৪)

তোমাতে যখন মজে আমার মন

(তখন) আর কিছু ভাল লাগেনা ।

ভুবন—স্বপন—সমগ্র জ্ঞান ;—

(তখন) থাকেনা অণু ভাবনা ॥

দ্বারা সূতা সূত বন্ধু পরিবার,

সব ভুলে যাই একি চংকার,

কে আমি—কে তুমি—থাকেনাকো জ্ঞান ;—

(তখন) এষটে কিসটে জানিনা ॥

তবরূপ রাশী দেখিতে দেখিতে,

উদাস অন্তর উন্নত প্রেমেতে,

নিমিষে—নিমিষে—দেখি নব নব রূপ ;—

(তখন) আনন্দ স্নহয়ে ধরেনা ॥

আনন্দে আনন্দ বাড়ে প্রতিক্ষণে,

দশেন্দ্রিয় থাকে প্রেমের বন্ধনে,

স্বিপূচয়—পরাজয়—হয় আনন্দময় ;—

(তখন যেন) জীবনে জীবন থাকেনা ॥

(৩৫)

প্রাণ কাদে হে প্রাণকান্ত দেখিতে তোমায়ে ।

যখন উথলয়ে প্রেমবারি মন-মত্ত মাঝারে ॥

আর কিছুই লাগেনা প্রাণে প্রাণনাথ তোমাবিনে

ইচ্ছা হয় তাই প্রাণে প্রাণে বাধি একতারে ।—

তুমি ধেকোনা অন্তরে নাথ থাক সদা অন্তরে ॥

মনে হয় হে প্রাণকান্ত তোমা বিনা সকল ভ্রান্ত

(আমি) হ'য়েছি হে পথভ্রান্ত মায়াময় এ সংসারে ।—

(বল) অন্তরের বেদনা কি আর জানাব তোমায়ে ॥

(আর) কে বলিবে সেই পথ, যে পথে মোর প্রাণনাথ,

অনাথ হৃদয়ে আমি থাকিব কি ক'রে ।—

বল কে দেখাবে ভাবে ভাবে মিলায়ে তোমায়ে ॥

(আমায়) দেখাও হে সে সুপথ দেখি তোমার প্রাণনাথ

ঘুচিলে মনের দুঃখ হেরিলে তোমায়ে ।—

(আমি) কোথা যাব কি করিব কেমনে পাব তোমায়ে ॥

(৬৬)

অরূপ অচ্যুতানন্দ অব্যক্ত ব্যক্তভূষন ।

করি এ মিমতি তব প্রীচরণে ;—

এসে হৃদয় মাঝে দাও হে দেখা ওহে পতিতপাবন ॥

নমঃ অনাদি অনন্ত হরি অধম তারণ ।

অখিল-জন-পালন অমূল্য দলন ॥ (দীনবন্ধু হে)

নমঃ কৃপা কর কৃপাকর করীটি ধারণ ।

কংসারি কেশব কৃষ্ণ করুণা নিধান ॥

নমঃ ঋগেন্দ্র বাহন হরি ঋগারি দমন ।

ঋরূপ ঋরদূষণ ঋংকস নাশন ॥

নমঃ গিরি গোবর্দ্ধন-ধারী গোকুল রমণ ।

গোপাল গোবিন্দ গোপালনার জীবন ॥

নমঃ ঘনশ্যাম ঘনরূপ ঘটনা নিধান ।

ঘোর শঙ্ক নিশূদন অঘ বিনাশন ॥

নমঃ উরূপ উমাকান্ত চিত্তার কারণ ।

উমা-মোহন রুক্মিণী রমণ ॥ (দীনবন্ধু হে)

নমঃ চাক্র নেত্র চাক্র গাত্র সূচাক্র চরণ ।

চন্দন চর্চিত চিত চিত্তা নিবারণ ॥

নমঃ ছলনা নাশন হরি ছলনা নিধান ।

ছলে বলি হ'তে ছলি নিলে ত্রিভুবন ॥

নমঃ জনার্দন জগদ্বন্ধু জীবের জীবন ।

জয় জিত জগদ্রাথ জনক জনন ॥

নমঃ কলসিত শোভা কামকিত আভরণ ।

বরূপ বাক্যর বাক্সা জিনিয়ে গমন ॥

নমঃ এঃ রূপ নিত্যানন্দ আনন্দ কারণ ।

নিয়ম আগম বেদ নায়ক প্রধান ॥ (দীনবন্ধু হে)

নমঃ অটল স্টল অঙ্গ ত্রিভঙ্গ বক্ষিক ।

টলটল প্রাণপ্রাণি জীবন জীবন ॥

নমঃ সূঠাম সুরূপ রূপ রমনী রমণ ।

ঠেঁকিয়াছি ঠকাওনা ঠরূপ পাবন ॥

নমঃ ডরিতেছি যম ডরে কর পরিত্রাণ ।

ডাকি ডর হর হরি শমন দমন ॥

নমঃ ঢরূপ ঢালিছ রূপ ভক্তের কারণ ।

পাপেতে তাপিত চিত কর পরিত্রাণ ॥

নমঃ ণ রূপ নিত্যানন্দ আনন্দ কারণ । (দীনবন্ধু হে)

শুচারু আনন আঁধি অধিল মোহন ॥

নমঃ ত্রিতাপ তারণ হরি ত্রিধর্গ ত্রিগুণ ।

ত্রিভুবন-জন-মন-মোহন কারণ ॥

নমঃ স্থিত্যাদি ত্রিগুণাধিত সগুণ নিগুণ ।

স্বাবর জঙ্গম সর্বভূতে অবস্থান ॥

নমঃ দয়াময় দীনবন্ধু দৈবকী নন্দন ।

দীনেশ দয়াল হরি হৃৎ নিবারণ ॥

ନମଃ ଧନନ ଧନୁକ ଧାରୀ ଭୂଧର ଧାରଣ ।

ଧର୍ମାଧର୍ମ୍ୟ ଧର୍ମସମ୍ମ ଧାରଣ କାରଣ ॥

ନମଃ ନନ୍ଦନ ନନ୍ଦନନନ୍ଦନ ନର ମାରାୟଣ ।

ନନ୍ଦୀୟାବିହାରୀ ନରମିତ୍ର ନିରଞ୍ଜନ ॥ (ଦୀନବନ୍ଧୁ ହେ)

ନମଃ ପଦ୍ମ-ପଳାଶଲୋଚନ ପତିତପାବନ ।

ପଦ୍ମପତି ଛନ୍ଦି-ନିଧି ହେ ପୀତବସନ ॥

ନମଃ ଫଣୀନ୍ଦ୍ର ଶୟନ ଫଣି ନର୍ପ ନିବାରଣ ।

ହୁଳ୍ଲ ଶନୀ ମୁଖ ହରି ଶ୍ରୁହୁଳ୍ଲ ବରଣ ॥

ନମଃ ବହୁଦେବ ହୃତ ବରାହ ରୂପ ଧାରଣ ।

ବୀତଚିତ୍ତ ବଞ୍ଚାଞ୍ଜୁଶଧାରୀ ଶ୍ରୀବାମନ ॥

ନମଃ ଢକତବଂସଲ ବିଭୁ ଭକ୍ତିର ଅଧୀନ ।

ଭୂଧର ଧାରଣକାରୀ ଭୁବନମୋହନ ॥

ନମଃ ମନ୍ଦନମୋହନ ମଧୁ କୈଟଭ ନାଶନ ।

ମାଧବ ମଧୁହୃଦନ ମୁକୁନ୍ଦ ବାମନ ॥ (ଦୀନବନ୍ଧୁ ହେ)

ନମଃ ସହନାଥ ଯୋଗୀ ଯୋଗ ସାଧନ ନିଦାନ ।

ସଂଶୋଦାନନ୍ଦନ ସଂଶ-କୌଞ୍ଜି-ବିବର୍ଜନ ॥

ନମଃ ରମେଶ ରାଧିକାକାନ୍ତ ରାଜୀବଲୋଚନ ।

ଶ୍ରୀରଘୁନନ୍ଦନ ରାମ ରେବତୀରମଣ ॥

ନମଃ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଲୀଳାମୟ ଲଞ୍ଜା ନିବାରଣ ।

ଲମ୍ବିତ ପୀଢ଼ ବସନ ଲକ୍ଷେଶ ନାଶନ ॥

নমঃ বহুরূপী বিষ্ণু বন-কুসুমভূষণ ।

বনমালী বংশীধারী বিপদহারণ ॥

নমঃ শঙ্কর হৃদি রঞ্জন শঙ্কট নাশন ।

ভক্তদ্রীপতি শান্তি শক্তি বিবর্দ্ধন ॥

নমঃ ষড়্ রিপু বিনাশন সাধক সাধন ।

ষোড়শ সহস্র গোপী হৃদয়রমণ ॥

নমঃ সদানন্দ সর্বময় শমন দমন ।

সীতাপতি সতীশ ত্রীমত্যসনাতন ॥

নমঃ হলায়ুধাভূষণ নিষ্কমোহিনী মোহন ।

হতাশ হর ত্রীহরি হৃদয় রঞ্জন ॥

নমঃ ক্রমা কর কেমকর কীরোদ মথন ।

কীর্ণ মতী দীন প্রতি কর প্রতীক্ষণ ॥ (দীনবন্ধু হে)

(৬৭)

দীন তারিণি ! ত্রিনয়নি ! দীনের প্রতি ফিরে চাও ।

তোমারভাবে বিভোরক'রে আপনি নাচ আর আমার নাচাও ॥

তুমি বিনে এই ভবে দীনের সম্ভাপ কে নাশিবে,

যুচাও আমার ভব বন্ধন ক'রে নিজে করুণা ।

(তাই) দয়াময়ী দয়া ক'রে হৃদয় মাকে উদয় হও ॥

ভূমি বিনে এ হৃদ্বিনে

কে রক্ষিবে এ সম্মানে,

দেখ যেন কৃপা দানে কৃপণা হইও না ।

আমি তোমার বলে ডাকি ব'লে দুর্বলতা দূরে লও ।

(ওমা) না জানি সাধন ভজন, আমি ভবে অতি অভাজন,

(আমার) নাইও ধন চাই না ধন বিনে ওমা তোমা ধনে ।

(দীনে) তোমা ধনে ধনৌ ক'রে দীনদয়াময়ী হও ।

পতিত পাবনী তুমি, বিপদে পতিত আমি,

দুর্গতি নাশিনী দুর্গে দুর্গমে কেলো না ।

তুমি দুঃখ হরা ওমা তারা মনের দুঃখ কেড়ে লও ।

(৬৮)

ওমা ব্রহ্মময়ি ! ব্রহ্মাণ্ডরূপিণি ! কি ইচ্ছা তোমার আমি না ।

তুমি কখন কি ভাবে (মাগো) ভাবাও জীব ভবে

সে ভাবে কে করে ভাবনা ॥

(ওমা) কখন পুরুষ কখন প্রকৃতি,

(তুমি) না বুঝালে বোঝো কাহার শক্তি,

তুমি মতি শক্তি তুমি শ্রদ্ধা ভক্তি,

তুমি মুক্তি পথের চালনা ॥

কি ভাবে কখন চালাও আমায়ে,

জাবিলে ভাবনা সব যায় দূরে,

বলতে ইচ্ছা হয় সঙ্গী অকাতরে,

তারা তুমি সাধন ভজন ॥

তোমারই কৃপায় জীবৈ মুক্তি পায়,
 (আবার) বদ্ধ আছে জীব তোমারই গায়ায়, *
 তুমি মহামায়া (মাগো) কাটাও মহামায়া,
 মোহিত করিয়ে রে'ধনা ॥

(ওমা) চৈতন্যরূপিণি ! জগত্তজননি !
 অন্তরের অনন্ত সন্তাপ নাশিনি !
 তার দীনে দীন দুঃখ নিবারিণি !
 তারিণী তোমা বৈ জানি না ।

(৬৯)

তারা তোমার অন্ত পেলেম না ।
 দেখে অজ্ঞানী বলিয়ে দীনে কৃতান্তসাৎ ক'র না ॥
 ভেবে হলেম সারা, তবু পেলেম না সাড়া,
 তারে তারে অন্তরে মা আছে নাম তারা,
 আশা প্রাণের তারে বাঁধবো জোরে (মাগো)
 তোমায় সদা বাহির কর'ব না ॥

কারণ রূপে দাঁও না যে সাড়া,
 কিন্তু কার্যরূপে বিশ্বরূপে রও জগত ভরা,
 প্রতি কাজে দেখতে হয় যে প্রাণ (মাগো)
 যেন আশায় নিরাশ ক'র না ॥

আমি অধম সন্তান, আমার নাই যে কোন জ্ঞান,
অজ্ঞানে মা জ্ঞানময়ী কর জ্ঞান দান,
যাতে রয়না জালা মনের মলা (মাগ্নো)

তাই ক'ত্তে বাকি রে'খনা ।

(৭০)

জীব চৈতন্যরূপিণী তারা আছে এ সংসারে ।
তারে ভেবনা অন্তরে সদা ভাবরে অন্তরে ॥
আনন্দদায়িণী, আনন্দরূপিণী,
(ওরে) মা যে জগত জননী বিশ্ব প্রসব করে ॥
জীবের মা বিনে আর ভবে কি ধন আছে ।
তাই মা মা ব'লে মায়ের বলে কাট মায়া ডোরে ॥
দীন ! কেন ভাব এই ভবের ভাব ।
ভাব নিরন্তর অন্তর ভ'রে দয়াময়ী মা'রে ॥
দীন মা নামে যায় জীবের ভব ক্ষুধা ।
খাক মা নামে সংসারে হুধা পাখিরে এবারে ॥

(৭১)

হৃদিনে কুদিন মা তারা দিওনা দীনেয়ে ।
আমি অন্তরের বেদনা কি আর জানা'ব তোমা'রে ॥
তুমি দয়া ক'রে, যখন যাহা দিবে, (দীনের হৃৎকর করিতে)
(তাই) মুকল বলিয়ে গ্রহণ ক'রব অকাতরে ॥

॥র নাই অন্য ধন, বিনে তোমার চরণ,
দিও চরণতরী রূপা করি, যেতে ভব পারে ॥

ভবের ভাব দেখে—ভয় হয় অন্তরে,
ওমা হ'য়ে সদয়, দাও হে অভয়, এ ভব বাজারে ॥

মি তোমার বলে, কত ভাবে চ'লে,
করি এভব সংসারে ভ্রমণ প্রফুল্ল অন্তরে ।

॥ মা নামে কলঙ্ক না রটে,
থেকো স্বটে, পঠে মাটে স্বাটে হটাতে পাপীরে ॥

(৭২)

কলীলা, ওহেকালা, তুমি মানুষ হ'য়ে নিলে জনম ।

ম জনম মরণ কারণ কারণ বারণ কর জনম ॥

বা ভব পিতা তুমিত বিধাতা, জগত জনক জীব জীবন ।

ম হ'য়ে বিধিপিতা, লোকে বল পিতা বুঝি না যে খেলা কেমন ॥

বকীর উদয়ে, বনুদেব স্বরে, জনম লইলে আপনি হ'রি ।

হে কংশের ভয়েতে, ছিলে গোকুলেতে ওহে ভবভয়হারি ॥

।সব) মানব অধম, আমি মূঢ় মন, ভাবিয়ে বুঝিতে নাহি ।

হুমি) ভাবনা নাশিয়ে ভাবেতে আভাসে, বুঝালে বুঝিতে পারি ॥

ওহে) ভকতবংশল, ক'রনা হে ছল, মায়ারি ছলনা হরণকর ।

দামি) মায়ী আভরণে, আধার নয়নে, আছি আবরণ হয় ॥

(তোমার) জানিতে বাসনা করিতে পারিনা,

সাধনা সম্বল কিছুই নাই হে ।

(তোমার) জানি বা না জানি, ওহে নীলমণি,

অন্তে যেন দেখা পাই হে ॥

(আমার) আমার বলিতে, এই ত্রিজগতে

আমার আমি কেবল আছি ।

নাও আমার আমি, হব তোমার আমি,

(মনে) বাসনা বড় হয়েছে ॥

(৭৩)

হরি কি লাগি জনম করম লীলা এ জগতে ।

আমি বুঝতে নারি, ও শ্রীহরি কিছুই মনেতে ॥

তুমি বিশ্বাত্মা,

জগতের পিতা

(তোমার) কেবা পিতা, কেবা মাতা, হবে এ ভবেতে ॥

ভ্রম দূর ক'রে দাঁও,

ভাব বুঝিয়ে দাঁও

(তোমার) ভাবে বেঁধে নাওনা টেনে মোহ আঁধার হতে ॥

ভবে যে যে ভাবে,

হরি তোমার ভাবে

তারে তেয়ি ভাবে ভালবাস মানুষেরি মতে ॥

এবার ভাব বিহিনে,

এ অধম দীনে

হরি নিজগুণে, ভাব প্রদানে মাতাও, থাকি মেতে ॥

(৭৪)

(হরি) তুমি একজন প্রাণেরবন্ধু, দীনবন্ধু দয়াল হরি ।
 আমার সকল কথা, মনের ব্যথা তাই নিবেদন করি ॥
 সবে আপন ব'লে, নাথ তোমায় বলে,
 তুমি আপন হ'য়ে পর হ'য়ে যাও তাইতে প্রাণে মরি ॥
 তোমায় কি জানাব, আগার মনের ভাব,
 তোমায় রাখব প্রাণে হে প্রাণনাথ এই বাসনা করি ॥
 ওহে দিন নাথ, কর আশীর্বাদ,
 যেন হৃদয় মাঝে পাইহে দেবা দিবস সন্ধ্যারী ॥
 হরি নিজগুণে, ভাবে মাতাও দীনে,
 যেন দিবানিশি মনে প্রাণে বলি হরি হরি ॥

[সমাপ্ত]

সহৃদয় পাঠকগণের নিকট সান্নিধ্য নিবেদন, তাঁহারা যদি
 এই পুস্তকের সঙ্গীত ভিন্ন বেদান্তরত্ন মহাশয়ের রচিত কোন
 সঙ্গীত সংগ্রহ করিতে পারেন তবে তাহা আমাদিগকে পাঠাইয়া
 বাধিত করিবেন। আমরা পুনর্মুদ্রণ সময়ে উহা প্রকাশ করিব।

নিত্যধামগত পণ্ডিতপ্রবর

দীনবন্ধু কান্যদীপ্ত বেদান্তরত্নের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ।

—:—

আমাদের আলোচ্য এই উৎসাহ-সঙ্গীতের যিনি রচয়িতা, তাঁহার পরিচয় জানিতে সকলেই উৎসুক; কিন্তু বর্তমান অবস্থায় তাঁহার সবিশেষ পরিচয় দিতে না পারায় আমরা বিশেষ দুঃখিত । তবে শীঘ্রই তাঁহার বিস্তৃত জীবন চরিত যাহাতে প্রকাশ হয় তাহা দ্বারা বিশেষ দর করিতে কোন মতেই ত্রুটি করিব না ।

মহাপুরুষজিগের পার্থিব জীবন কখন কিভাবে অতিবাহিত হয় তাহার সবিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করা সহজ সাধ্য নহে । বিশেষতঃ যাহারা ভগবৎ রূপালাভ করিয়া জনসমাজে গুরুরূপে—ধর্মপ্রচারক আচার্য্যরূপে—ত্রিভাপতিপিত চির অশাস্তিময় প্রাণে শান্তিদাতারূপে বিরাজ করেন, তাঁহাদের জীবন চরিত লেখা কত দূর কষ্টসাধ্য তাহা ভুক্তভোগী জানেন । কারণ নানা স্থানে নানাবিধে নানা লোকের সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক কাজ হয়, কোথায় কি হইয়াছে একজনের তাহা জানা অদম্য । তবু আমরা বহু কষ্টে অনেক বিষয়ই সংগ্রহ করিয়াছি উহা শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশ হইবে । এক্ষণে সংক্ষেপে ইহার পরিচয় দিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব ।

বরিশাল জেলার অন্তর্গত গৌরনদী থানার অধীন হরিসেনা গ্রামে বাংলা ১২৭৭ সালে ২রা চৈত্র বুধবার আমাদের আলোচ্য মহাত্মা দীনবন্ধু কাব্যভীষ্ম বেদান্তরত্ন জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম ৩কালীকান্ত ভট্টাচার্য্য ও মাতার নাম ৩গৌর হৃন্দ্রী দেবী ছিল। উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় এক জন পঞ্চশ্রুনিরত নিষ্ঠাবান পাশ্চাত্য বৈদীক শ্রেনীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইহার চারিটী পুত্র ও তিনটী কন্যা। দীনবন্ধু ইহার মধ্যম পুত্র।

দীনবন্ধুর বাল্য জীবন অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা পরিপূর্ণ। বর্তমান প্রবন্ধে স্থানান্তরে যে সকল দেওয়া গেল না। অতি অল্প বয়সেই দীনবন্ধু কাব্য, বেদান্ত ও দর্শনশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন শেষ করিয়া ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে ব্রতী হইলেন। দেখিতে দেখিতে দীনবন্ধুর যশঃসৌরভে দশদিক আমোদিত হইয়া উঠিল। তিনিও ভগবচ্চরণে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া আপন কর্তব্য কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। প্রায় ১২ বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের এমন একটী সরল টীকা করিয়া যান যে, সেরূপ টীকা শ্রীমদ্ভাগবতের নাই বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না। এতদ্ভিন্ন ছোট ছোট নানাবিধ ধর্ম্ম-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৩০৮ সালে জন সাধারণের মধ্যে অবাধে ধর্ম্ম ভাব প্রচারের জন্য যে, “ভক্তি” নামক একটী মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন উহা অন্যান্যপিও নিয়মিতভাবে “ঝোড়হাট ‘ভক্তি-নিকেতন’,

পোঃ—আন্দুলগোড়ী, হাওড়া” হইতে উক্ত বেদান্তরত্ন মহাশয়ের
কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ভক্তিनिधि কর্তৃক প্রকাশ
হইতেছে। দীনবন্ধুর নিষ্কলঙ্ক দেবোপম চরিত্র কথা এক মুখে
বলিয়া শেষ করা যায় না।

পাঠ্যাবস্থাতেই দীনবন্ধু কলিকাতায় আসিয়া ছিলেন।
সেই সময় হইতে কলিকাতার নানাস্থান ঘুরিয়া অবশেষে হাওড়ায়
নিজ বাড়িতে ১৩১৭ সালের ২৮শে কা্তিক তারিখে পরিশ্রম-
বর্গকে শোকসাগরে ডাঙ্গাইয়া ইষ্ট নাম স্মরণ করিতে করিতে
সজ্জানে নখর দেহ পরিত্যাগ করিয়া আনন্দময় নিত্যধামে
গমন করিয়াছেন। আমরা বর্তমান প্রবন্ধের উপসংহার এই
স্থানেই করিলাম, বিস্তৃত জীবন চরিত্র বাহাতে শীঘ্র প্রকাশ হয়
তজ্জন্য সাধারণের সহানুভূতি প্রার্থনা করি।

“গোবিন্দ গোপীনাথ গোপীজন বল্লভ।”

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি ।

নিত্যধাৰ্মগত পরম পূজ্যপাদ পণ্ডিত-প্রবর মহাত্মা

দীনবন্ধু কাব্যভীৰ্ণ বেদান্তরত্ন প্রতিষ্ঠিত,

ধৰ্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা

“ভক্তি ।”

সম্পাদক—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ভক্তিনিধি ।

প্রাপ্তিস্থান—ঝোড়হাট “ভক্তি-নিকেতন”

পোঃ আন্দুলমোড়ী, হাওড়া । .

বার্ষিক মূল্য সর্বত্র সভাক ১৯০ দেড় টাকা ।

ভিঃ পিতে ১৯/০ আনা, নমুনা একখণ্ড ৮০ তিন আনা মাত্র ।

বহু বহু ধ্যানভাষা লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিতগণের তত্ত্বাবধানে
এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় পণ্ডিতগণের লেখনী বিনিঃসৃত মূল্যবান প্রবন্ধ-
বলিতে পত্রিশোধিত হইয়া ১৩২৩ সালের ভাদ্রমাসে ১৫শ বর্ষে
পৰ্য্যাপ্ত করিয়াছেন । কি নিয়মিত প্রকাশে, কি প্রবন্ধ-গৌরবে
ধৰ্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিকের মধ্যে “ভক্তি” কোহিনুর সমূহ । একা-
ধারে জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য পরিপূর্ণ গদ্য পদ্য প্রবন্ধ
প্রতিমাসেই থাকে । এতদ্ভিন্ন তীর্থ-কাহিনী, মহাপুরুষের
জীবনী এবং পৃথক পত্রকে আনাধিগম্য সং-গ্রহ-রত্ন প্রকাশে
“ভক্তি” সর্বদাই মুক্ত হস্ত, গ্রাহকগণকে মূল্য মূল্যে অনেক
ভক্তি-গ্রন্থ উপহার দেওয়া হয় । সমস্ত উপরোক্ত ঠিকানায় পত্র
লিখিয়া গ্রাহক প্রেরণ করিতে হউন । অনামিত ।

কলিপাবনাধতার শ্রীশ্রীমমহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবোক্ত

অতুলনীয় শিক্ষা সমূহের সর্বসার-রত্ন

“শ্রীশ্রীশিক্ষাক্ষকম্ ।”

ভক্তি সম্পাদক—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ভক্তিনিধি

সম্পাদিত ।

প্রাপ্তিস্থান

ভক্তি কার্যালয়—ঝোড়হাট “ভক্তি-নিকেতন”

পোঃ আন্দুলমোড়ী, হাওড়া ।

অধমভারণ শ্রীমমহাপ্রভু নৌরাজদেব, কলি-কল্মষিতচিত্ত
নরনারীর উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ হইয়া যে সকল শিক্ষা প্রদান
করিয়াছেন, বর্তমান আলোচ্যগ্রন্থে তাহারই সার ৮টি শিক্ষা
সবল টীকা ও সরল বঙ্গভাষাবাদের সহিত প্রকাশ হইয়াছে । এ
গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় বলিয়া কাহাকেও বুঝান যায়না । আমরা
সকলকেই এই মহামূল্য রত্নহার কর্তৃক করিয়া রাখিতে বলি ।
উত্তম কাগজে স্বক্ৰমে তকৃতক্রে ছাপা এই অপূর্ব গ্রন্থখানি
কিছুদিনের জন্য মাত্র । ০ চারি আনার সকলকে উপহার দেওয়া
যাইবে । ভিঃ পিঃ ১৮০ আনা লাগে । অস্বাচিতভাবে, সাম্প্রদায়িক
ও সামসিকপত্র এবং বিষমশুলী দ্বারা বিশেষভাবে প্রশংসিত ।
নির্দিষ্ট সংখ্যক গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে বিলম্বে নিশ্চয়ই হতাশ
হইতে হইবে । সস্তর গ্রহণ করুন । উপরোক্ত ঠিকানার পত্র
লিখিলেই পাইতে পারেন ।

ভক্তি-পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা সাধক-প্রবর
পণ্ডিত দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন
বিরচিত

“উপাসনা-সঙ্গীত” ।

(পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত)

(২য় সংস্করণ ।)

শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ভক্তিनिधि সম্পাদিত ।

ঝোড়হাট “ভক্তি-নিকেতন”

পোঃ আলুলমোড়ী, হাঁওড়া, এই ঠিকানায় পাওয়া যায় ।

প্রায় ১৪১৫ বৎসর পূর্বে একবার এই উপাসনা-সঙ্গীত
ছাপা হইয়াছিল । কিন্তু তখন মাত্র ৩৭টি সঙ্গীত ইহাতে ছিল ।
তৎপরে যে সমস্ত সঙ্গীত রচনা হইয়াছে, যাহা শুনিয়া বহু
পাষণ্ড, বহু নাস্তিক একেবারে ভগবৎ প্রেমে উন্মাদ হইয়াছেন
সেইগুলি বহুকষ্টে সংগ্রহ করিয়া বর্তমান সংস্করণে সংযোগ
করিয়া দেওয়া হইয়াছে । ইহার এক একটা সঙ্গীতের তুলনা হয়
না । যেমন ভাব, আবার তেমনি বাধুনি । বেদান্তরত্ন মহাশয়ের
মুখে শুনিয়া অবধি এতদিন যাহারা এই সঙ্গীত-সুধাপানের
জন্য লালসিত ছিলেন, তাঁহাদিগের এই সুবর্ণ সুযোগ ত্যাগ
করা কখনই উচিত নহে । ভাল কাগজ ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন
ছাপা মূল্য মাত্র ৮০ ছয় আনা, ভিঃ পিতে ১০ আনা । সস্তায়
গ্রহণ করুন । নির্দিষ্ট সংখ্যক গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে বিলম্বে
হতাশ হইলে আমরা দায়ী নহে ।

“ভক্তি গ্রন্থাগার।”

(সদগ্রন্থাদি প্রচার-দ্বারা ধর্ম জগতের উন্নতি-

বিধান কল্পে প্রতিষ্ঠিত।)

আমরা ধর্মপিপাসু সাধারণ জনগণের সুবিধার জন্য এই গ্রন্থাগার হইতে নানাবিধ ধর্ম-গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া অল্পমূল্যে সর্ব সাধারণকে উপহার দিয়া থাকি। কিন্তু অর্থাতাব প্রযুক্ত এত দিনেও আমরা আমাদের অশালুরূপ কার্য করিতে পারিতেছি না। তাই আজ ধর্ম-প্রাণ বঙ্গবাসীর নিকট আমরা সাহায্য প্রার্থী। আমাদের বিশেষ কিছু বলিবার নাই, এই গ্রন্থাগার হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ বাহির হইয়াছে ও হইতেছে। ভবিষ্যতে সকলের সহায়ভূতি পাইলে যে সকল গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত আছে তাহা এবং নূতন নূতন অনেক গ্রন্থই প্রকাশ করিতে পারিব। সহস্র ধর্ম-প্রাণ বঙ্গবাসীগণ! আহুন সামান্য অর্থ সাহায্য করিয়া ধর্মজগতের এক মহান উপকার সাধন করুন। এই গ্রন্থাগারের উন্নতি কল্পে যিনি যাহা কিছু দান করিবেন তাহাই সাদরে গৃহীত হইয়া বধাসময় “ভক্তি” পত্রিকায় প্রাপ্ত স্বীকার করা হইবে। অলমিতি।

সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা—

ম্যানেজার “ভক্তি-গ্রন্থাগার”

ঝোড়হাট “ভক্তি-নিকেতন”

পোঃ আব্দুল-মোড়ী, হাওড়া।

